Rs. 2.00

মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

15th December 2019

Special Issue

Vol : VIII Issue : IX, 15th, December, 2019 পৌষ, ১৪২৬, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

প্রবীণদের মর্যাদার সাথে বাঁচতে হবে

বরিষ্ঠ নাগরিক অধিকার সচেতনতা সম্মেলন উপলক্ষে

বিশেষ সংখ্যা

বেথুন ইন্সটিটিউট অফ্ জেরিয়াট্রিক্স রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার

Scanned by CamScanner

শ্রদ্ধায় স্মরণে

জন্ম : ২৪-০১-১৯৪৩
মৃত্যু : ২৪-১১-২০১৯

জননেতা ও আমাদের সংস্থার অন্যতম সম্মানীয় পৃষ্ঠপোষক মাননীয় ক্ষিতি গোস্বামী'র প্রয়াণে আমরা শোকাহত।

Scanned by CamScanner

বৃদ্ধরা অবহেলার পাত্র নয়

বিমল চ্যাটার্জী, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি

মানব সভ্যতার আদিকালে যখন মানুষ বেঁচে থাকার জন্য পরিবারের সকলকে নিয়ে এক সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করেছিল, তখন তাঁরা পরিবারের শিশু ও বৃদ্ধদের অবস্থান কি হবে, সেকথা ভেবে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ সহ সকল দায়িত্ব পরিবারের মধ্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। যেহেতু, শিশু ও বৃদ্ধরা শারীরিক দিক থেকে দুর্বল, সেইজন্য তাদের সব কিছুর ভারই পরিবারের যারা তরুণ, যুবক ও প্রৌঢ়, সবাই মিলে বহন করত। ঐ সময় মানব সভ্যতা এমন স্তরে পৌঁছতে পারেনি, যাতে মানুষের স্বার্থ চিন্তা বা ব্যক্তি চিন্তা তার মানবিক অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে দিতে পারে। সেইজন্য ঐ সময় মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তার একটা নির্দিষ্ট মূল্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, মানুষ তার নিজের বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞানের সাহায্যে, তার পার্থিব সমৃদ্ধি অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে সফল হয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটাতে থাকে। সমাজ অনেক শ্রেণিতে বিভক্ত হতে থাকে। যতই সভ্যতার বিকাশ, ততই এই বিভাজনের বিস্তার। ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও সব শেষে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, সব ব্যবস্থাই পাশাপাশি চলছে। এইসব ব্যবস্থার মধ্যে মানুষের ব্যক্তি জীবনে ও তার পারিবারিক জীবনে এবং সর্বোপরি তার সামাজিক জীবনে কি পরিবর্তন ঘটেছে সেটা বোঝা দরকার। একটা কথা অস্বীকার করা যায় না, মানুষের মধ্যে তার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রবল ভাবে কাজ করে। একটা মানুষ সব সময় নিজের অজান্তেই তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সব সময় তার লক্ষ্য নিজের সুখ সমৃদ্ধির উন্নতি সাধন। এক কথা আত্মসুখি হওয়া বা আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপন করা। পশ্চিমের শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীকালে, যে সভ্য সমাজ ব্যবস্থার পত্তন শুরু হয়, সেখানে দেখা যায়, যতই মানুষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে, ততই মানুষের ব্যক্তি চাহিদা ও আকাঙ্খা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সীমাহীন চাহিদা ও আকাঙ্খাই মানুষকে স্বার্থপর ও অনুভূতিহীন মানুষ করে তুলেছে। পারিবারিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার থেকে তার নিজের স্বার্থই প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে। মানুষে ক্রমশই হয়ে পড়ছে একটা অনুভূতিহীন স্বার্থপর জীব। যার ফলে পরিবারের সকল মানুষের জন্য তার কোন দায়িত্ব নিতেও অনীহা। বিশেষত সেই মানুষ যদি তার বোঝা হয়ে থাকে। এক কথায় সংসারের বৃদ্ধ বাবা মা বা আরও কোন ঐ জাতীয় মানুষ যদি থেকে থাকেন। এই সমস্যা শুধু আমাদের দেশে সীমাবদ্ধ নয়। আজ সারা বিশ্ব এই সমস্যার সম্মুখীন।

Scanned by CamScanner

আজ আন্তর্জাতিক প্রবীণ নাগরিক দিবসে আমাদের সমাজের সকল ব্যক্তিকেই এই সমস্যার একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে। আজ যে তরুণ, আগামী দিনে সে যুবক, আজ যে যুবক আগামী দিনে সে প্রৌঢ় এবং কালের নিয়মে বার্দ্ধক্য আসবেই। পরিণতি সেই একই কেউ এই অবস্থার বাইরে থাকতে পারবে না। প্রথম থেকেই আমরা যদি এই ব্যাপারে সচেতন হই ও পরিবারের সকলের মধ্যেই এই সচেতনতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই, তবেই এর সমাধানের একটা পথ আমরা খুঁজে পাব। কোন একক চেষ্টায় এই কাজ করা সম্ভব নয়, যদি না আমরা সমাজের সকল মানুষকে এই কাজে সামিল করতে পারি। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে, সর্বোপরি নিজের কল্যাণে, ঐ ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা, অবহেলা ও বার্দ্ধক্যের অন্য জ্বালা যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে আমাদের সকলকেই আজ শপথ নিতে হবে। একটা সুন্দর পৃথিবী তৈরি করতে হবে, যেখানে পরিবারের সকল সদস্যই বয়স নির্বিশেষে সুখে ও শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারবে ও পরিশেষে চরম শান্তিতে আত্মমর্যাদা নিয়ে এই সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারবে।

শোক সংবাদ

আমাদের সংস্থার সদস্য তপন কুমার মিত্র, গীতা দে ও অজিত রায় সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের আমাদের সমবেদনা জানাই।

Scanned by CamScanner

বরিষ্ঠ নাগরিক সচেতনতা সম্মেলন সফল করুন

পেলব মুখার্জী - সভাপতি

আপনাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ২১ ডিসেম্বর তারিখে আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে বরিষ্ঠ নাগরিক সচেতনতা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। আমরা বরাবরই সংগ্রাম করে আসছি। অসংগঠিত প্রবীণ/প্রবীণাদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত বহুসংখ্যক সগঠন ক্রমশই সংগঠিত হচ্ছেন। দেশের জনসংখ্যার প্রায় ১১ শতাংশ মানুষ বয়স্ক ও প্রবীণদের দলে দল ভারি করছেন। বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যেও তারা সামিল হয়েছেন এটা একটা শুভ লক্ষণ। এর আর একটা দিক হল অনেকেই তাদের বেচে থাকার জন্য কি প্রয়োজন তা গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করতে এখনও সেভাবে মনে দাগ কাটাতে পারেন নি। কেউ কেউ নিঃসঙ্গতা কাটাতে শুধুমাত্র বিনোদনকেই গুরুত্ব দেন। আবার কেউ কেউ নানা আঞ্চলিক সমস্যাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে তাদের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা তাদের আশা পূরণ করতে পারছে না।

আমরা চাই সারা দেশে যে সমস্ত প্রবীণ-প্রবীণা বিভিন্ন সংগঠনে নিজের মত করে কাজ করে যাচ্ছেন তাদের নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদের আশা আকাঙ্খা, যাতে আমাদের দেশের সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা সুনিশ্চিত করা।

আমাদের দেশের প্রায় ৭০ জন লোক গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন। সেখানকার সাথে শহরাঞ্চলের তফাৎটা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলতে হবে না। এটা সকলেই উপলব্ধি করেন। সারা দেশে সকলকে নিয়ে চলতে হলে প্রয়োজন একটা বলিষ্ঠ নীতি প্রণয়ন করা যাতে শহর-গ্রাম, ধনী-গরীব-মধ্যবিত্ত সকলে একটা সুনির্দিষ্ট দাবী নিরুপণ করে যাতে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে তা আদায়ের জন্য একাট সুনির্দিষ্ট পথে চলতে পারি। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা সচেষ্ট হয়েছি। আমরা চাই আপামর জনসাধারণের জন্য একটা সুনির্দিষ্ট প্রবীণ নীতি রূপায়ন করতে যাতে সকলে তাদের নিজস্ব দাবীদাওয়াগুলো নিয়ে চলার পথে সামগ্রিক দেশের কথা সর্বদা স্মরণে রাখেন। আমাদের দেশ বহু জাতি, বহু ধর্ম, বহু বর্ণে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। স্বাধীনতার ৭২ বছর পরেও সবাই সর্বক্ষেত্রে এক উদ্দেশ্য নিয়ে চলার ক্ষেত্রে বিস্তর বাধা রয়েছে, তা আমরা জানি। তাই আমাদের লক্ষ্য হল জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে যেগুলো সমস্ত প্রবীণদের সাধারণ সমস্যা তা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। একাজে আপনারা যে লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন সে জ্য আপনাদের অভিনন্দন জানাই।

Scanned by CamScanner

আজকের সম্মেলন থেকে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে একটা সুস্পষ্ট, সাধারণ দাবীপত্র তৈরী করে আমরা যাতে এগিয়ে যেতে পারি তার জন্য আপনাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা সফল হবে এবিশ্বাস আমার রয়েছে। আসুন সবাই মিলে দেশব্যাপি এক আন্দোলন গড়ে তুলে যাতে সরকারকে আমরা সজাগ করতে পারি তার জন্য যে প্রচেষ্টা করে চলেছেন তাকে একটা সুনির্দিষ্ট পথে আমরা পরিচালিত করার লক্ষ্য য়িে এগিয়ে যাব, এ বিশ্বাস রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমাদের জয় অবশ্যই হবে।

সকলে ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন।

Scanned by CamScanner

প্রবীণদের কিছু শারীরিক সমস্যা - যা অলক্ষ্যে থেকে যেতে পারে

ডাঃ মৃগেন গাঁতাইত

প্রবীণদের শারীরিক কিছু সমস্যা অনেক সময় আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। তাই কয়েকটি বিষয়ে নজর রাখা দরকার।

১) ব্যথা যন্ত্রণাতে প্রায় সবাই ভোগেন। এর মূল কারণ হল আরর্থাইটিস, স্পন্ডিলাইটিস সহ নানা রকমের বাত। তার জন্য কম বেশি ওষুধ সবাইকেই খেতে হয়। কিন্তু আর একটা বিষয় অনেক সময় অলক্ষ্যে থেকে যায়। সেটা হল ভিটামিন ডি-এর অভাব। বিশেষতঃ পঞ্চাশোর্ধ মহিলাদের ক্ষেত্রে শরীরের রক্তে ক্যালসিয়ামের অভাব বেশী হয়। ভিটামিন ডি-এর অভাবে ক্যালসিয়াম কমে যাবার জন্য হাড়ের ঘনত্ব কমে যায়, বেশী কমে গেলে সামান্য হোঁচট আঘাতে হাড়-ভেঙ্গে যেতে পারে। উরু-র লম্বা হাড় ভেঙ্গে যাওয়া প্রায়ই ঘটে। তখন বিপত্তি অনেক বেড়ে যায়। যেমন কষ্ট, তেমনি খরচও বেশী। তাই ৪০-৫০ বছর বয়সের পরে ভিটামিন ডি-এর মাত্রা ঠিক আছে কিনা ভেবে দেখা উচিৎ। রক্ত পরীক্ষায় ধরা পড়ে। চল্লিশ বছরের পরে মহিলারা এবং পঞ্চাশ বছরের পরে পুরুষরা ভিটামিন ডি (৬০০০ আই ইউ) ক্যাপসুল/পাউডার সপ্তাহে একদিন করে দশ সপ্তাহ খেতে পারে। কিছুদিন বন্ধ রেখে আবার খাওয়া যেতে পারে। এতে হাড়ের ঘনত্ব ঠিক থাকবে। এই ওষুধ খেলে খারাপ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই। এই ভিটামিন খেলে শরীরের যন্ত্রণাও কমে যাবে।

২) বিশেষ কোন অসুখ দেখা যাচ্ছে না অথচ কয়েক দিন ধরে দুর্বল লাগছে, খাবার ইচ্ছা কমে গেছে, কাজের ইচ্ছা নেই, মাথা ঠিক কাজ করছে না - এরকম হলে রক্তে ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য কমে গেছে ভাবতে হবে। অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যাবেন। মূলতঃ রক্তে সোডিয়াম, পটাশিয়াম-এর মাত্রার গন্ডগোল হলে এরকম কষ্ট হতে পারে। অনেকে লক্ষ্মণভিত্তিক কিছু ওষুধ খেয়ে নেন, কিন্তু সমস্যা আরো গভীর হতে থাকে। অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শে রক্তের সোডিয়াম, পটাশিয়াম মাপিয়ে নেওয়া উচিৎ। সামান্য চিকিৎসায় সমস্যার সমাধান সম্ভব।

৩) একটু কাজ করলেই হাঁফ ধরে, সিঁড়িতে উঠতে কষ্ট হয় - এরকম হলে হার্টের সমস্যা, ফুসফুসের সমস্যা ছাড়াও একটা বিষয় অনেক সময় নজর এড়িয়ে যায়। তা হল রক্তাল্পতা। প্রবীণদের ক্ষেত্রে পুষ্টির অভাব (তুলনামূলক) হওয়া অস্বাভাবিক নয়। রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বেশ কমে গেলে এধরনের সমস্যা হয়, যা বড় অসুখ হিসাবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। রক্তের সাধারণ পরীক্ষায় রক্তাল্পতা ধরা পড়ে, খুব কম খরচের চিকিৎসায় সেরে যায়।

Scanned by CamScanner

বয়স্কদের প্রতি দায়িত্ব পালনে আমাদের ভূমিকা

অশোক রঞ্জন ধর

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। আদিমযুগ থেকেই তারা জোট বেঁধে থাকত। এইভাবে তারা ক্রমশঃ তৈরি করল পরিবার-গোষ্ঠী-সমাজ-রাষ্ট্র। মানব সভ্যতার ইতিহাসে পরিবারের একটা সাধারণ রূপ ও সর্বজনীন আদল আছে। কিন্তু তার আভ্যন্তরীন রীতিনীতি, মূল্যবোধ, পারস্পরিক সম্পর্ক, সম্পত্তির মালিকানা প্রভৃতি ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে পরিবার ব্যবস্থা পরিবর্তনশীল।

ভারতীয় সমাজে সুদীর্ঘকাল ধরে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা এক অনবদ্য প্রতিষ্ঠান হি সাবে পরিবারের সকল সদস্যকে রক্ষা করে এসেছে। পরিবারের প্রাচীনতম পুরুষটি অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতেন। কোন কারণে সম্পত্তি রক্ষা ও অন্যান্য আর্থিক দায়িত্বভার গ্রহণে তিনি অপারগ হলে স্বেচ্ছায় - জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এই ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করতেন। এতে তার অভিভাবকত্ব বাতিল হত না। সামাজিক প্রধান হিসাবে তিনিই থাকতেন। এই ব্যবস্থা পরিবার এবং সমাজ উভয়ত গৃহীত এবং স্বীকৃত ছিল।

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের গোড়া থেকে শিল্পায়ন, নগরায়ন, আধুনিকীকরণ, শিক্ষার প্রসার, বৃত্তির জন্য বাসস্থান ছেড়ে বিদেশে গমন, নারীদের অবস্থার পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে যৌথ-পরিবার ব্যবস্থার পরিবর্তন শুরু হলেও কেন্দ্রীয় অভিমুখ ছিল যৌথ-পরিবার ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে।

এভাবে চলতে চলতে ১৯৯৫-এর পর থেকে যৌথ-পরিবার ব্যবস্থা দ্রুত বিলুপ্তির পথে। গ্রামাঞ্চলে কিছু টিকে আছে। শুরু হয়েছে অণু-পরিবার। এই ধরনের পরিবারে বয়স্কদের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটছে দ্রুতগতিতে। অবস্থা আর বয়স্কদের অনুকূলে থাকছে না।

পরিবারের আকার যৌথ বা অণু যাই হোক না কেন - আমাদের সমাজে পরম্পরাগতভাবে বয়স্ক পিতা-মাতাকে দেখাশোনার দায়িত্ব সন্তান-সন্ততিদের উপরই বর্তায়। সম্ভবতঃ পরিবারই বৃদ্ধা-বৃদ্ধদের ভরণ-পোষণ, সেবা, যত্ন ও শুশ্রূষা পাওয়ার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ও শেষ আশ্রয়স্থল। কাজেই জীবনের শেষ পর্যায়টিকে সুন্দর, সুষম ও নিরুদ্বেগ করে তুলতে পরিবারের তিন প্রজন্মকেই এগিয়ে আসতে হবে। বয়স্ক মানুষ - পরিবার - সমাজ ও সরকার এই চারটি ধারাকেই একত্রিত হয়ে সমতালে চলতে হবে এবং এককে অন্যের পরিপূরক হয়ে কাজ করতে হবে যাতে বয়স নির্বিশেষে সবাই সুখে ও শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে। এই লক্ষ্যে পৌছতে হলে বয়স্ক

Scanned by CamScanner

মানুষের ব্যক্তিগত উদ্যোগের সঙ্গে মিলিত হতে হবে পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের।

বয়স্ক মানুষের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ঃ

- জীবনের এক সময় অবসর নিতেই হবে। সেজন্য অবসরগ্রহণের ৫/৭ বৎসর পূর্বেই ভবিষ্যৎ জীবনের একটি পরিকল্পনা করে রাখতে হবে।
- নিজেকে কোন সৃষ্টিশীল, সেবামূলক ও সৎ কাজের সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে।
- নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে উঠতে হবে। পাড়ায় পার্কে, প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে হবে।
- মাঝে মাঝে আলোচনা সভা, ধর্মসভা, আড্ডায় যোগ দিলে ভাল লাগবে।
- কোন একটা হবি ধরে রাখা। যেমন— বাগান করা, মাছ ধরা, বই পড়া, ছবি আঁকা ইত্যাদি।
- মনকে সতেজ রাখতে কোন একটি নতুন কোর্সে অজানা বিষয় শেখার জন্য ভর্তি হওয়া।
- শরীরকে সুস্থ রাখতে রোজ বাড়ীর বাইরে সকালে বা বিকালে হাঁটা-চলা ও সহজ ব্যায়াম করা।
- পরিবারের সব বিষয়ে মত না দেওয়াই ভাল। জিজ্ঞাসিত হলেই মত দেওয়া বাঞ্ছনীয়। দৈনন্দিন বিষয় পরিচালনার দায়িত্ব পরিবারের অন্য সদস্যদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।
- পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মানসিক বন্ধন সুদৃঢ় করা এবং নিজের সুখ-দুঃখ-অসুখের কথা খোলাখুলি বলা।
- সেবা-যত্ন ও শুশ্রূষাকারীদের প্রতি স্নেহশীল হওয়া।
- সামর্থ্য থাকলে পরিবারে নিয়মিত ভাবে কিছু অর্থ দেওয়া।

পরিবারের দায়িত্ব ঃ

- বয়স্ক মানুষটি যে পরিবারের একজন অপরিহার্য সদস্য সেটা বোঝাবার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে তার মতামত নেওয়া।
- প্রবীণ মানুষটিকে যে কোন কাজের দায়িত্ব দেওয়ার আগে তিনি শারীরিকভাবে তা করতে পারবেন কিনা সেটা চিন্তায় রাখা। বাধ্যতামূলক কোন কাজই দেওয়া উচিত হবে না।

Scanned by CamScanner

- নাতি-নাতনীদের সঙ্গ সর্বদাই আনন্দদায়ক। কিন্তু একটানা শিশুকে সামলানো খুবই ক্লান্তিদায়ক ও বিরক্তিকর। এ বিষয়টি মনে রাখা প্রয়োজন।
- তাঁর স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা জরুরী। ব্লাডপ্রেসার, সুগার ইত্যাদি নিয়মিত চেকআপ করানো প্রয়োজন।
- বাড়ীতে তাঁর থাকা-খাওয়া-শোওয়া ইত্যাদির অসুবিধা হচ্ছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখা।
- মাঝে মাঝে বয়স্ক মানুষটিকে নিয়ে কোথাও যাওয়া এবং প্রত্যহ তাঁকে কিছুটা সময় দেওয়া।
- আত্মীয়-স্বজন এবং পুরানো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ করে দেওয়া।
- পরিবারের আর্থিক সমস্যার জন্য বয়স্ক মানুষটিকে কৃচ্ছসাধনে বা আর্থিক সমস্যার দায় গ্রহণে বাধ্য না করা।

সমাজের দায়িত্ব ঃ

- বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রবীণদের সাহায্য করে এমন সংগঠন খুব বেশি নেই। এধরণের সংগঠন যত বেশি গড়ে তোলা যায়। এ বিষয়ে পাড়ার ক্লাবগুলি এগিয়ে আসতে পারে।
- বহুতল আবাসনের 'আবাসিক কল্যাণ সংস্থা' গুলি নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের তালিকা তৈরী করে নিয়মিত তাদের দেখা-শোনার ব্যবস্থা করতে পারে।
- বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রবীণজনদের সংবর্ধনা জানানো যেতে পারে। জানা যেতে পারে তাঁদের মুখ থেকে পুরানো দিনের কথা।
- প্রবীণরা অগ্রণী হয়ে নিজেদের মঞ্চ গড়ে তুলতে পারেন। এই বিষয়ে অবশ্য ক্রমশ নতুন নতুন সংগঠন গড়ে উঠেছে। যুব সংগঠনগুলি এদের সহায়ক শক্তি রূপে কাজ করতে পারে।
- আর্থিক দিক দিয়ে অসুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত প্রবীণদের প্রচলিত সরকারি প্রকল্পের (যেমন— বার্ধক্য ভাতা, বৃদ্ধাশ্রমে ভর্তি প্রভৃতি) সুযোগ গ্রহণে সাহায্য করা।
- পরিবারে বা অন্য কোথাও নিপীড়িত বা নির্যাতিত হলে সমাধানের চেষ্টা করা।
- অসহায় অসুস্থ প্রবীণদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী বা স্ব-রোজগার প্রকল্পের মাধ্যমে অল্প শ্রমে প্রবীণদের জন্য কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

Scanned by CamScanner

- বেসরকারি হাসপাতাল ও ঔষধ বিক্রয় সংস্থা সমূহ, পর্যটন সংস্থা সমূহ প্রবীণ নাগরিকদের কিছু ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা করতে পারে।
- সংবাদ মাধ্যমগুলির (টিভি সহ) সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করা।

রাষ্ট্রের (সরকারের) দায়িত্ব ঃ

- সকলের জন্য জীবন ধারণের মত পেনশনের ব্যবস্থা করা।
- প্রয়োজনীয় সংখ্যক দিবা সেবা কেন্দ্র (Day Care Centre) স্থাপন।
- অসহায় বৃদ্ধ/বৃদ্ধাদের বিনা ব্যয়ে থাকার জন্য অঞ্চলভিত্তিক বৃদ্ধাশ্রম স্থাপন।
- বেসরকারী বৃদ্ধাবাসগুলিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বয়স্কদের চিকিৎসাব্যবস্থা সহজলভ্য করা।
- প্রতিটি বাস/মিনিবাসে ৪টি আসন সংরক্ষণ করা। রেলওয়ের মতো দূরপাল্লার বাসে কনশেসনের ব্যবস্থা করা।
- প্রবীণ নাগরকিদের জন্য কমিশন গঠন করা ও পৃথক ডাইরেক্টরের প্রতিষ্ঠা করা।
- প্রবীণদের কল্যাণার্থে রচিত আইনগুলির বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করা।

এবং

State Policy for Older Persons (রাজ্য প্রবীণ নীতি) অবিলম্বে প্রনয়ণ করা।

পরিশেষে বলা যয় যে, ব্যক্তি ও পরিবারের পক্ষে বয়স্ক সমস্যার সমাধান ক্রমশঃ অসম্ভব হয়ে উঠেছে; তাই এই সমস্যার দায়িত্ব বিভিন্ন বে-সরকারি সংস্থা (এন.জি.ও.), সমাজ এবং রাষ্ট্রকে (সরকার) নিতে হবে। আমাদের সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করতে হবে যাতে বয়স্করা জীবনের শেষ অধ্যায়টি সুখে ও শান্তিতে কাটিয়ে আত্মমর্যাদা নিয়ে এই সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারেন।

Scanned by CamScanner

প্রবীণ মানুষদের সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা ও প্রতিবন্ধকতা

কৃপানন্দ রুদ্র

বার্ধক্যের সমস্যা কেবল মানুষ ও গৃহপালিত জন্তুদের সমস্যা। বিজ্ঞান মানুষের পরমায়ু বাড়িয়েছে কিন্তু বর্ধিত পরমায়ুতে জীবন দিতে পারেনি। কেবল আমাদের দেশেই নয় বিশ্বের সব দেশেই প্রবীণ মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। সেই সংগে নানাবিধ সমস্যাও। সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধানই বার্ধক্য জীবনকে সফল করে তুলবে।

আমাদের দেশে বর্তমানে প্রবীণ মানুষের সংখ্যা আনুমানিক ১২ কোটিরও বেশী। এরাই দেশের অন্যতম বৃহৎ সর্বধর্মীয় সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। এদের ৭১% গ্রামে বসবাস করে এবং ২৯% ভাগ শহরে বসবাস করে। এরাই জীবনব্যাপী শরীরের ঘাম ঝরিয়ে সম্পদ সৃষ্টি করে দেশকে শক্তিশালী করে। একটি সময়ে অবসর গ্রহণ গ্রহণ করে। এর পরই এদের মুখোমুখি হতে হয় এক কঠিন বাস্তবের। সেগুলি হল সামাজিক, আর্থিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে চরম নিরাপত্তাহীনতা। তাদের অধিকার হরণ, তাদের অবদান অস্বীকার, তাদের সমাজের পরগাছা হিসাবে গণ্য করা। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য রাষ্ট্র সংঘ ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক প্রবীণ নাগরিক দিবসের থিম ছিল 'টেক আ স্টান্ড আগেনষ্ট এজিসম' অর্থাৎ বার্ধক্য বিরোধিতাবাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণে প্রবীণ মানুষদের অনুপ্রাণিত করেছিল। এ সত্বেও তাদের বঞ্চনা, অবমাননা কমেনি।

কারণ তারা সংগঠিত নয়, তারা ঐক্যবদ্ধ নয়। অতএব এই অবিচার, অনাচার, অসহায়তা থেকে মুক্ত করতে প্রয়োজন তাদের সংঘবদ্ধ করা। তারা সংগঠিত হলে তাদের বিরুদ্ধে ঘটা অবিচারের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ হবে। ফলে অন্যান্য অংশের মানুষের সচেতনতা বাড়বে। যেমন কোন প্রতিবেশী প্রবীণকে তারা বাড়ীতে বা অন্যত্র উৎপীড়িত হতে দেখে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানালে উৎপীড়ন হ্রাস বা বন্ধ হতে পারে। আবার যৌথভাবে কোন কিছুর দাবী জানালেও তার সুরাহাও হতে পারে। যেমন পাতাল রেল। এটা চালু হয়েছে অনেক দিন। কিন্তু প্রবীণদের এর সুযোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। কয়েকটি নাগরিক সংগঠন কর্তৃপক্ষের কাছে বিভিন্ন ষ্টেশনে লিফটের জন্য আবেদন জানায়। এই আবেদনটি আংশিক পুরণ হয়েছে।

আমাদের রাজ্যে প্রবীণ মানুষদের সংগঠিত করার প্রয়াস কবে আরম্ভ হয়েছিল তার কোন সঠিক ইতিহাস আমার জানা নেই। তবে গত শতাব্দীর ৯০ এর দশকের শেষের দিকে কতিপয়

Scanned by CamScanner

বরিষ্ঠ বান্ধব ও কয়েকটি অসরকারী সংগঠন প্রবীণ মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস শুরু করে। নতুন শতাব্দী প্রথম দশকের মধ্যে প্রবীণ মানুষেরা পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট সংগঠন গড়ে তোলে। এদের খুব সামান্য কয়েকটি রেজিষ্ট্রিভুক্ত। বাকীদের এই ক্ষমতা নাই। তাসত্ত্বেও প্রবীণদের হিতার্থে নীরবে বহু কাজ করে। ২০০৬ সালে হেল্প এজ উদ্যোগ নিয়ে কলকাতার আশেপাশে কয়েকটি রেজিষ্ট্রিভুক্ত প্রবীণ মানুষেদের সংগঠনকে একত্রিত করে বরিষ্ঠ নাগরিক মঞ্চ গড়ে তোলে। একই ভাবে উত্তর বঙ্গে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিনিয়র সিটিজেন্স ফোরাম গড়ে ওঠে। আবার ব্যারাকপুরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ব্যারাকপুর ফেডারেশন অফ সিনিয়ার সিটিজেন্স ইত্যাদি। এছাড়াও অন্যান্য জেলায় নিশ্চয় আছে এই ধরনের সংগঠন। প্রবীণ মানুষদের সংগঠিত করত নানা ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সংগঠকদের। এগুলির কয়েকটি উল্লেখ করছি।

অবস্থানগত সমস্যা
ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি
শারীরিক, মানসিক, আর্থিক সীমাবদ্ধতা
পারিপার্শ্বিক সামাজিক কলুষতা
নিয়মিত মিলিত হওয়ার জায়গার অভাব
দায়বদ্ধ স্বেচ্ছাসেবকের অভাব

অবস্থানগত সমস্যা :: প্রবীণ মানুষেরা সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। শেষ আদমসুমারী থেকে দেখা যায় প্রবীণ মানুষদের ৭১% গ্রামের বাসিন্দা ও ২৯% শহরের। এই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রবীণ মানুষগুলিকে সংগঠিত ছাতার তলায় আনা খুব কঠিন কাজ।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি :: জীবনের অনেকটা পথ অতিক্রম করে প্রবীণত্বের সোপানে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে প্রবীণ মানুষেরা বহন করে আনে অমূল্য অভিজ্ঞতা ও অহমিকা। নিজেদের এরা অন্যান্যদের থেকে পৃথক ভাবে। অলিখিত এক গণ্ডি রচনা করে। অন্যদের সঙ্গে খোলাখুলি মিশতে অসুবিধা হয় তাদের। আফিসের বড় সাহেবকে সামান্য কর্মীর সঙ্গে এক পংক্তিতে বসানো খুব কঠিন যদিও দুজনেই বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত ও প্রবীণ শ্রেণীভুক্ত।

শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সীমাবদ্ধতা :: এই সীমাবদ্ধতাগুলি অত্যন্ত সঠিক। অনেক প্রবীণ মানুষের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশের মোটামুটি কিছুটা আর্থিক নিরাপত্তা আছে। সিংহভাগ মানুষের কোন আর্থিক নিরাপত্তা নেই। সেই সংঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ও ঔষধ পত্রের লাগামছাড়া মুল্য বৃদ্ধিতে তারা দিশেহারা। এই অবস্থায় মাসে ৩০/৫০ টাকা চাঁদা দিয়ে কোন সংগঠনের সদস্য হওয়া তাদের কাছে বিলাসিতার নামান্তর। কঠোর সত্য হলো সাধ থাকলেও সাধ্য তাদের প্রতিবন্ধক।

Scanned by CamScanner

চেতনার অভাব :: প্রবীণ মানুষদের এক অংশ অদ্ভুত এক মানসিকতা পোষণ করে। সেটি হল এসব করে আমরা কি পাব? যখন বলা হয় এর ফলে পরিচিতির পরিধির বিস্তার ঘটবে, বিপদে বহুজন পাশে থাকবে, অবসাদ কাছে ঘেঁষতে পারবেনা ইত্যাদি। সব বোধগম্য করার পরেও সংঘবদ্ধ হওয়ার অনীহা দেখায়।

পরিপার্শ্বিক কলুষতা :: প্রবীণ মানুষদের এক অংশের মনে একটি ধারণা বদ্ধমূল যে তাদের সংঘবদ্ধ করে সংগঠকরা নিজেরা নিজেদের আখের গুছিয়ে নেবে।

স্থায়ী মিলিত হওয়ার জায়গার অভাব :: যে সব প্রবীণজনদের সংগঠন ইতিমধ্যে প্রবীণ মানুষদের হিতার্থে তৃণমূল স্তরে কাজ করছে তাদের সামান্য কয়েকটি সংগঠন ছাড়া অধিকাংশ সংগঠনের সদস্যদের মিলিত হওয়ার কোন নির্দিষ্ট কোন স্থান নাই। এদের মিলিত হওয়ার জায়গা পার্কের কোন বেঞ্চ, কোন বাড়ীর বারান্দা বা কোন সহৃদয় সদস্যের ঘরে। আমরা জানি কোন সংগঠনের অগ্রগতির জন্য সদস্যদের নিয়মিত মিলিত হওয়া, মত বিনিময় করা সংগঠনের সাফল্যের অন্যতম সোপান। এত প্রতিবন্ধকতা সত্বেও প্রবীণ মানুষদের সংগঠনগুলি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে প্রবীণ মানুষদের সেবা করছে সচেতনতা বাড়াচ্ছে আন্তর্জাতিক বরিষ্ঠ জন দিবস পালন করে।

অসুবিধা, সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা থাকবে। তাসত্ত্বেও প্রবীণ মানুষের সংগঠিত করতে প্রবীণদের এগিয়ে আসতে হবে।

বরিষ্ঠ নাগরিক অধিকার সচেতনতা সম্মেলন-এর সাফল্য কামনা করি।

—রাধা দত্ত

সদস্যা

Scanned by CamScanner

প্রবীণদের সুরক্ষা পরিকল্পনা

রমাপ্রসন্ন দত্ত

প্রবীণদের প্রতি সমাজে সচেতনতা কম। আমাদের দেশে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকরি পদক্ষেপ অবিলম্বে গ্রহণ করা দরকার। বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ না করলে সমস্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে বিপুল আকারে। বিজ্ঞানের উন্নতি ও চিকিৎসা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের কল্যাণে প্রবীণ মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে চলেছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বহুবিধ সমস্যা।

ভারতে জনসংখ্যার ১৩০ কোটির মধ্যে শতকরা ১১ শতাংশ মানুষ প্রবীণ। এখন এই বিপুল সংখ্যক প্রবীণ মানুষের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এর মধ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রবীণ মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি বিভাগ স্থাপন করা, কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে। এই বিভাগের কাজ হওয়া প্রয়োজন প্রবীণদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করা। যেমন, নারী ও শিশুদের জন্য বিভাগ আছে কল্যাণ সাধনের জন্য, সেই রূপ প্রবীণদের কল্যাণ বিভাগ সমগ্র দেশে প্রতিটি রাজ্যে ও কেন্দ্রীয় সরকারে চালু হওয়া প্রয়োজন। এই বিভাগের কাজ হবে প্রবীণ মানুষের কল্যাণে কার্যকারী সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এটি না করতে পারলে প্রবীণদের বহুবিধ সমস্যার সমাধানে সুবিচার করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে বলা যায় প্রতিটি প্রবীণ মানুষের পেনশন চালু করা। এটি দৈনিক দুই শত টাকার হিসাবে মাসিক ছয় হাজার টাকা হওয়া প্রয়োজন। এখন এই বিপুল পরিমাণ ব্যয়ভার বহন করার জন্য উন্নত দেশের মতো যদি আমাদের দেশে আয়ের ১ শতাংশ 'সামাজিক সুরক্ষা কর' বাবদ কেটে নেওয়া হয় তাহলে এই পরিকল্পনার অর্থের সংস্থান করা সম্ভব হবে। প্রথমত অগ্রাধিকার প্রদান করা যাঁরা দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে তাঁদের জন্য। তারপর পরবর্তী স্তরে পেনশনের কথা ভাবতে হবে অন্যদের জন্য যাঁরা ষাট বছর অতিক্রম করেছেন। এটি প্রবীণদের জীবন ধারণের অন্যতম অবলম্বন। খুব যত্নের সাতে এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে হবে।

তৃতীয়ত বলা যায়, প্রবীণদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় অনেক সুব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে সরকারি হাসপাতালে বিপুল সংখ্যক মানুষের ভিড়ে সুচিকিৎসা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। জরুরি চিকিৎসায় দীর্ঘ বিলম্বে রোগ জটিল আকার ধারণ করে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা এতটাই ব্যয়বহুল যে সাধারণ দরিদ্র মানুষ তার সুযোগ নিতে পারে না। ডাক্তারবাবুরা তাঁদের পারিশ্রমিক এতটাই বাড়িয়ে চলেন যে সাধারণ মানুষ খুবই কষ্ট পান। এমন ডাক্তাররা আছেন যাঁরা প্রতিটি

Scanned by CamScanner

রোগীর থেকে চার হাজার টাকা ফি নিয়ে থাকেন। সেই জন্য গরিব প্রবীণদের স্বতন্ত্র জেরেন্টোলজি বিভাগ প্রতিটি চিকিৎসা কেন্দ্রে রাখা দরকার। গরিব মানুষ যাতে সুলভে ঔষধ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এই বিষয়ে আমাদের রাজ্যের পদক্ষেপ প্রশংসনীয়। ডাক্তারবাবুদের প্রবীণদের প্রতি আরও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। কতিপয় ডাক্তারবাবু এই বিষয়ে আদর্শ ভূমিকা পালন করেন। প্রবীণ মানুষের জন্য স্বতন্ত্র হসপিটাল ও অন্য প্রতিটি হসপিটালে আলাদা জেরেন্টোলজি বিভাগ থাকা দরকার, যাতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা অল্প সময়ে পাওয়া যায়।

চতুর্থত বলতে হয়, 'পিতামাতা ও প্রবীণ নাগরকিদের সুরক্ষা আইনে' বলা আছে প্রতিটি জেলায় একশত শয্যাবিশিষ্ট বৃদ্ধাবাস গড়ে তুলতে হবে। যাঁরা সহায় সম্বলহীন অসহায় মানুষ তাঁদের জন্য। কিন্তু সেই আইনের নির্দেশিকা কবে বাস্তবায়িত হবে আমাদের জানা নেই। এদিকে বৃদ্ধাবাসের বিপুল চাহিদা। তাই সেই সুযোগে কিছু সুযোগসন্ধানী মানুষ বৃদ্ধাবাস স্থাপন করে বিপুল অর্থ দাবী করে এবং ব্যবসায়িক মনোভাবে বৃদ্ধাবাস পরিচালনা করেন। সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকায় অনেক বেসরকারি বৃদ্ধাবাস মাসিক দশ বিশ অথবা ত্রিশ হাজার টাকা নিয়ে থাকেন। এর প্রতিকার হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বৃদ্ধাবাস স্থাপন করলে ভালো হয়। আশা করা যায়, এর দ্বারা অসহায় বৃদ্ধবৃদ্ধাদের শোষণ করা বন্ধ হতে পারে।

যে অবস্থার কথা না বলে পারা যায় না, তা হল প্রবীণদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করা প্রয়োজন। প্রায়শই দেখা যায়, একাকী বৃদ্ধবৃদ্ধারা খুন হয়ে যান তাঁদের সম্পত্তি নেওয়ার জন্য। আর তার উপর পারিবারিক নির্যাতন সমানে চলে, তাঁদের বাড়ি, জমি ও ধনসম্পদ হস্তগত করার জন্য। এর অবিলম্বে প্রতিকার হওয়া দরকার। নতুবা প্রবীণদের নিরাপত্তা খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে।

শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা জাগরুক করা যায় এমন কিছু পাঠ্যক্রম থাকা প্রয়োজন। বার্ধক্য বিজ্ঞান অবশ্য পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। প্রবীণদের বিপুল অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজের প্রভূত উন্নয়ন করা সম্ভব। তরুণ প্রজন্মকে স্বনিযুক্তি প্রকল্পে নিয়োজিত করতে প্রবীণদের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। প্রবীণদের জন্য পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার পর থেকে সরকারি কোনো নীতি নির্ধারণ করা হয়নি, যা অবিলম্বে করা প্রয়োজন। 'স্টেট অ্যাকশন প্ল্যান ফর এল্ডার পারসনস্' অবিলম্বে বাস্তবায়িত করা প্রয়োজন। আগামী দিনে সমাজের প্রতিটি মানুষ প্রবীণদের কল্যাণে অগ্রসর হবেন এই কামনা করি।

Scanned by CamScanner

আমার প্রয়াত পিতার দিনপঞ্জি থেকে

মৃণাল দত্ত

আমাদের ছেলে বিদেশে
একমাত্র সন্তান টাকা পাঠায়
স্বাচ্ছন্দ্যে থাকি দুই বুড়ো বুড়ি
আমার বয়স ৭২
বুকে পেসমেকার কোমরে যন্ত্রণা
হাঁটাচলা বন্ধ
স্ত্রী অন্নপূর্ণার বয়স ৬৮+
উচ্চ রক্ত চাপ শীর্ষ ছুঁয়েছে
শুয়ে থাকা ডাক্তারের নিদান
উনুন জ্বালানো নিষেধ
হোম ডেলিভারির খাবার খাই
খেয়ে শুয়ে
নির্জনে নিভৃতে
আমরা দুই বৃদ্ধ বৃদ্ধা
সন্ধ্যায় স্কাইপে দেখি সন্তানের মুখ
ঐ-তো বাবুন বসে পাশে স্ত্রী কোয়েল
মধ্যিখানে জুলি আর ববি

বাবা ভালো আছো মা শরীর কেমন

ভালে বাবা ভালো আছি আমরা
তোমাদের কথা বলো
তোমাদের শরীর স্বাস্থ্য ভালো তো বাবা
আর আমাদের দুষ্টু মিষ্টি দিদি দাদুন
ভালো তো
তোরা কবে আসবি?

না মা এবার আর যাওয়া হবে না
তোমাদের নাতি নাতনির পরীক্ষা। সেমিষ্টার
অনেক ঝামেলা মা
তোমরা ভালো থেকো চিন্তা করো না।
ফোন করো

থাকবো বাবা থাকবো

অই এক পলকের দেখা কথা বলা রাত ৯টায়
আমরা দুই চলৎ শক্তিহীন অপেক্ষায় থাকি
রাত ৯টা মানে আমাদের হৃদয়ে ফল্গু স্রোত
অন্নপূর্ণা বললো ভালো থাকবো সুখে থাকবো

ভালো থাকা সুখে থাকা কাকে বলে অন্নপূর্ণা
সে কি সরু চালের ভাত আর বড় মাছের টুকরো
না কি
সন্ধ্যায়
পরিশ্রান্ত কুলায়
সন্তানের শ্রমক্লান্ত মুখ?

Scanned by CamScanner

ডিমেনশিয়া

ডাঃ জোশিতা ঘোষাল ব্যানার্জ্জী
ডিমেনশিয়া কনসালটেন্ট

ডিমেনশিয়া এমন একটি শব্দ যার সাথে সাম্প্রতিক কালে একটু হলেও কমবেশী আমরা পরিচিত। এই রোগের সঠিক কোন চিকিৎসা নেই। এটি একটি এমন রোগ যেখানে ব্রেনের নার্ভসেল গুলি ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকে এবং ব্রেনের টিস্যু গুলি আয়তনে ছোট হতে থাকে। এই রোগটি সাধারণত বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে বেশী দেখা যায়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে অন্য কোন বয়সে এটি হবে না।

ওয়ার্ল্ড অ্যালজাইমার্স রিপোর্ট অনুযায়ী পৃথিবী জুড়ে 50 কোটি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত এবং এদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। শুধু ভারতবর্ষেই সংখ্যাটি 4 কোটিরও বেশী।

সবার প্রথমে এই রোগের লক্ষণগুলি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। যেমন স্মৃতিভ্রংশ হওয়া, অতি পরিচিত বস্তুগুলিকে চিহ্নিত করতে না পারা, কথা বলতে বলতে খেই হারিয়ে ফেলা, সাম্প্রতিক কালের ঘটনাগুলি মনে করতে না পারা, ভাষাগত সমস্যার সম্মুখীন হওয়া, কথপোকথনের সময় সঠিক শব্দ চয়ন না করতে পারা ইত্যাদি। এ ছাড়াও ঘরের জিনিষপত্র ভুল স্থানে রাখা, রোজকার রুটিন ভলে যাওয়া তার সাথে সাথে নিজেদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে পরিবর্তন হওয়া। বিভিন্ন মানুষের থেকে আস্তে আস্তে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া, কম কথা বলা বা উত্তর না দেওয়া, হাঁটাচলা করতে সমস্যাও হতে পারে।

এই ডিমেনশিয়া বিভিন্ন ধরনের হয়, যার মধ্যে ৬০-৮০ শতাংশ অ্যালজাইমার্স এবং তাছাড়া ভাস্কুলার ডিমেনশিয়া, লুই বডি ডিমেনশিয়া, পারকিন্সনিজম, ফ্রন্টোটেম্পোরাল ডিমেনশিয়া দেখা যায়।

প্রাথমিক পর্যায়ে বেশীরভাগটাই আমরা বুঝতে পারিনা। বন্ধুবান্ধব অথবা আত্মীয় স্বজন প্রত্যেকেই ভাবেন যে এটি বয়সজনিত কারণে হয়, এটাই স্বাভাবিক। তাই খুব কম সংখ্যাক ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত মানুষই আমাদের কাছে এসে পৌছান।

মধ্যবর্তী পর্যায়ে আক্রান্ত হওয়ার চতুর্থ থেকে পঞ্চম বর্ষের মধ্যে এই লক্ষণগুলি আরও স্পষ্ট হতে থাকে। চলাফেরা কাজকর্ম খুব সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

একদম শেষ পর্যায়ে সমস্তরকম দৈনন্দিন কাজগুলি পরনির্ভরশীল হয়ে যায়, অল্পতেই মেজাজ

Scanned by CamScanner

হারিয়ে যায় এবং তাদের শান্ত করা.খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। এমনকি এই পর্যায়ে হাসপাতালেও ভর্তি হতে হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ডিমেনশিয়া রোগটিকে কি ভাবে দূরে সরিয়ে রাখা যায়। এর জন্য কিছু বদঅভ্যাস আমাদের ত্যাগ করতে হবে যেমন তামাক সেবন, ধূমপান করা, মদ্যপান করা, অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করা, অতিরিক্ত ফাস্টফুড খাওয়া।

ডিমেনসিয়া কে দূরে রাখার জন্য আমাদের প্রচুর পরিমাণে সবুজ শাক সব্জি খেতে হবে, ওমেগা ও ফ্যাটি অ্যাসিড যুক্ত খাবার গুলিকে বেশী পরিমাণে খেতে হবে। যেমন— মাছ, অলিভ অয়েল, বাদাম, কলা, স্যালমন মাছ ইত্যাদি। ডায়াবিটিস, হাইপারটেনশান, কোলেস্টেরল সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এছাড়াও ব্রেনকে সচল রাখতে হবে, বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে।

ডিমেনশিয়া রোগটিকে দূরে ৰাকতে গেলে আমাদের নিজেদের আরও সচেতন হতে হবে।

- বিজ্ঞাপন -

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৬ বছর

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)

২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দূরাভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২

বাস ষ্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে

দূরভায-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৭-৬টা)

কম খরচে

রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক

পরামর্শ ১০০ টাকা + পি. আর. সি. সহায়তা ১০ টাকা

১) ডঃ বিপ্লব আচার্য-এম.এস. (অর্থোপেডিক) সোম ও শুক্র সন্ধে ৭টা-৯টা

২) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট) বুধবার, সন্ধ্যে ৭টা-৯টা

৩) ডঃ বি. বাউর-এম.ডি. (জেনারেল মেডিসিন)-বুধবার, ৩টা-৪টা

৪) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি এম. ডি. (নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) মঙ্গলবার, ৮টা-৯টা

৫) ডঃ মৌমিতা চ্যাটার্জী এম.ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন), সোমবার, সন্ধ্যে ৮টা-৯টা

আবেদন

বিধান পল্লিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ সাহায্য করুন।

Scanned by CamScanner

বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয় দত্তের দ্বিশত বর্ষ উদ্‌যাপন

গৌতম রায়চৌধুরী

গত ১৬ নভেম্বর ২০১৯ শনিবার, আমাদের নিজস্ব ভবনে, 'বিমল চ্যাটার্জ্জী প্রেক্ষাগৃহে', পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয় দত্তের দ্বিশত বর্ষ উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

বাংলা তথা ভারতের যুগসন্ধিক্ষণে (১৮২০) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয় কুমার দত্ত উভয়েরই জন্ম। আজ দুশত বছর পরে কেন তাদের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন তার কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। ধর্ম, ব্রহ্ম, তত্ত্ব, আন্দোলন এ সবের থেকেও তাঁদের মনে অনেক বেশি জায়গা জুড়ে ছিল ক্লেশ, দুর্দশা, অজ্ঞান, অনাচার এই সব শব্দ।

আজ একবিংশ শতাব্দীতে ধর্মকে সমাজ এবং রাজনীতির মুখ্য বিষয় করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। পৌরাণিক 'রাম'কে ঐতিহাসিক পুরুষে পরিণত করা হয়েছে। ভারতীয় সমাজটাকে উনবিংশ শতাব্দীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এই অপচেষ্টাকে বাধা দেওয়ার জন্যই 'বিদ্যাসাগর-অক্ষয় দত্ত' চর্চা প্রয়োজন। আমরা জানি উনিশ শতকে ধর্ম নিয়ে বাঙালি সমাজ আড়াআড়ি ভাগ হয়ে গিয়েছিল। নব্য শিক্ষিত বাঙালিরা তখন নানা গোষ্ঠিতে বিভক্ত হয়ে ধর্মান্দোলনে মত্ত। একদিকে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহনের নেতৃত্বে ইয়ং বেঙ্গল ও দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মদের দল, অন্যদিকে হিন্দু রক্ষণশীলরা। সামাজিক বিবাদবিতণ্ডা নিয়ে নাগরিক সমাজ উত্তাল। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত দুইজন মানুষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয় কুমারত্ত এই বিষয়ে কোনওই উৎসাহ দেখান নি। ধর্মান্দোলনের কোলাহলে একদিনের জন্যও তাঁরা কণ্ঠ মেলাননি। ধর্মচর্চা, আধ্যাত্মিক অনুশীলন ইত্যাদি ছেড়ে বিদ্যাসাগর মনোনিবেশ করেছেন শিক্ষাসংস্কারে ও সামাজিক অন্যায়ের প্রতিকারের শাস্ত্রবাদী পথ নিয়ে, আর অন্য জন অর্থাৎ অক্ষয় দত্ত, বস্তুবাদ এবং বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার নিয়ে। আজকের অন্ধকার সময়ে এরাই হবে আমাদের আলোকবর্তিকা— এই বিশ্বাস নিয়েই আমরা দ্বিশত বর্ষ জন্মজয়ন্তীর আয়োজন করেছি।

আমাদের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল, যে সমস্ত ডাক্তারবাবুদের নিরলস এবং নিঃস্বার্থ সেবার জন্য আমরা রংকল অঞ্চল এবং সুবোধ পার্কে (বাঁশদ্রোণী) ক্লিনিক দুটো চালাতে পারছি, গরীব

Scanned by CamScanner

মানুষদের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে পারছি, তাদের সম্মাননা জানানো ও সভার শুরুতেই এই সেবায় নিযুক্ত আটজন চিকিৎসককে সংস্থার পক্ষ থেকে সভাপতি, পেলব মুখার্জী স্মারক ও ফুল দিয়ে সম্মানিত করেন।

বিদ্যাসাগরকে নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন আটপৌরে বাঙালি পোশাক পরিহিত বিদ্যাসাগর ছিলেন সর্বত্রগামী, প্রবল জেদ ও আত্মসম্মানবোধ নিয়ে সরকারি চাকরি করেছেন আবার দ্বিরুক্তি না করে ইস্তফাও দিয়েছেন। পাঠ্যবই লিখে বিপুল উপার্জন করেছেন আবার দানের জন্য ধারও করেছেন। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করে বাঙালির মানসিক মুক্তি ঘটিয়েছেন আবার সংস্কৃতের বেড়াজাল থেকে বাংল ভাষাকে ভগীরথের মতো মুক্ত করেছেন। উনিশ শতকের সমাজ বদলের সকল আন্দোলনের তিনি ছিলেন অগ্রপথিক।

এরপর সঙ্গীত পরিবেশন করেন গণশিল্পী দেবীদাস তরফদার। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের গণসঙ্গীত সকলেরই মনোরঞ্জন করে।

অধ্যাপক, সাহিত্যিক আশীষ লাহিড়ী অক্ষয় দত্তকে নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর অসামান্য সমীকরণটি; পরিশ্রম+প্রার্থনা = ফসল, পরিশ্রম = ফসল, সুতরাং প্রার্থনা = শূন্য, বর্ণনা করে তিনি অক্ষয় দত্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অধ্যাপক লাহিড়ী অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বাংলা ভাষার বিজ্ঞান চর্চার পথিকৃৎ, বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল ইত্যাদির অসংখ্য পরিভাষার সৃষ্টিকারক, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একটানা বারো বছরের সম্পাদক, অক্ষয় কুমার দত্তের জীবন কাহিনী আমাদের সামনে তুলে ধরেন। তাঁর সরস ভাষণ প্রত্যেকেই উপভোগ করেন, বিশেষ করে 'রামমোহন মিশন' বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা।

অনুষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল 'রামমোহন মিশন' বিদ্যালয়ের একঝাঁক উজ্জ্বল ছাত্রছাত্রী। ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানে প্রবীণ নবীণের মেল বন্ধন ঘটিয়েছিল। তাঁদের সক্রিয় অংশ গ্রহণে, অসংখ্য প্রশ্নোত্তরে অনুষ্ঠানে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। অক্ষয় দত্ত এবং বিদ্যাসাগরকে নিয়ে তাদের আগ্রহ এবং পাঠ্যবিষয়ে এঁদের না থাকার জন্য আক্ষেপ প্রমাণ করেছে তরুণ ছাত্র সমাজও সুস্থ সংস্কৃতিকে জানতে চায়। না জানাতে পারাটা আমাদের ব্যর্থতা, বৃথাই আমরা সিনেমা-টিভি বাহিত অপসংস্কৃতিকে দোষারোপ করি।

ছাত্র-ছাত্রীরা ছাড়াও অনেক শ্রোতাও বহু প্রশ্ন তুলেছিলেন। আলোচকদ্বয় সকল প্রশ্নের উত্তর দেন। অক্ষয় দত্তের জীবনের অনেক অজানা দিকের উন্মোচন এবং বিদ্যাসাগরকে নিয়ে প্রচলিত বহু ভ্রমের (মিথ) নিরসন ঘটান।

নবীন-প্রবীণের সম্মিলিত এবং শ্রোতাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণে অগতানুগতিক উচ্ছল এক অনুষ্ঠানের সাক্ষী ছিল শতাধিক সদস্য এবং শুভানুধ্যায়ী।

Scanned by CamScanner

'চীন থেকে ফিরে এসে'

করবী লাহিড়ী

বহুদিন ধরে ইচ্ছে ছিল চীন দেখার। Cox & Kings এর সাথে মে মাসে যাওয়ার দিন ফাইনাল হল। কলকাতা এয়ারপোর্ট থেকে চায়না যাবার একটি প্লেনই যাতায়াত করে। China Eastern Airlines. ১৭ই মে রাত ১২টায় প্লেন ছিল। পরদিন সকাল সাতটায় পৌঁছালাম (xion) জিয়াংএ বাসে করে (AC) হোটেলের পথে রওনা হলাম। রাস্তার দুধারে ফরেষ্ট এবং উঁচু নীচু টিলা তার সৌন্দর্য্য অপূর্ব। হোটেলে পৌঁছে ব্রেকফাষ্ট ও লাঞ্চ করে বিকেলে একটি dance ও Music Show দেখতে গেলাম। অপূর্ব সৃষ্টি পুরুষ ও মহিলা উভয়েই ছিল। কোথাও যেন ভুল নাই। দ্বিতীয় দিনে•দেখতে গেলাম টেরাকোটা মিউজিয়াম। জিয়াং থেকে ২৫ মাইল দূরে। এটি একটি Historical Place. যে সব সৈন্য যুদ্ধে প্রাণ হারিয়ে ছিলেন তাদের মূর্তি তৈরী করে রাখা হয়েছিল খ্রী: পূর্ব ২২৫০ বছর আগে। এবং এই ভাস্কর্য অনেক বছর পরে আবিষ্কার হয়। এখানে আমরা তিনটে মিউজিয়াম দেখি। Indian Hotel এ lunch করে Hotel এ চলে এলাম। ৩য় দিন আমরা প্যাগোডা অর্থাৎ বৌদ্ধ মন্দির দেখতে গেলাম। ১২০০ বছর আগে এই মন্দির তৈরী হয়। বুদ্ধদেবের বিভিন্ন মূর্তি এখানে আছে। দেওয়াল জুড়ে আছে আর্টিস্টিক ছবি। এর পর Citywall দেখে রাত্রে ট্রেন ধরবার জন্য স্টেশনে এলাম। 6.40 এ ট্রেন শৃংখলাবদ্ধ ভাবে ট্রেনে উঠলাম। বেজিংএ নামলাম পরদিন 6.40 মিনিটে। চীনের রাজধানী হল বেজিং। এখানে গাইড ছিলেন মহিলা। ব্রেকফাষ্ট সেরে গেলাম Sumer Palace-এ। বিরাট লেক। লেকটির নাম Okeming ২৭০ বছর আগে এখানকার সম্রাট গীষ্মকালে আসতেন ছুটি কাটাতে। লেকটি Manmade তৈরী মাটি দিয়ে পাহাড় তৈরী করা হয়েছে। চারিধারে শুধু গোলাপ গাছ বিভিন্ন রংএর গোলাপ। এখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং হাওয়া, গরম পোষাক অবশ্যই প্রয়োজন। দুপুরে লাঞ্চ সেরে হোটেলে এলাম। বেজিংএ আমরা ৩ দিন ছিলাম। বিকেলে আমরা গেলাম 'কুন ফু শো দেখতে। আমাদের হোটেলের নাম জিংজি জু। ১ ঘন্টার শো ছিল। ছবি তোলা নিষেধ ছিল। অপূর্ব ছিল এই শো, হয়তো ২য় বার দেখতে পাব না। তাই কি? অসাধারণ এই শো দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম। পঞ্চম দিনে চাইনিজ ব্রেকফাষ্ট সেরে আমার গেলাম 2EDE Factory দেখতে। এখানে stone এর জিনিষ পাওয়া যায়। এখানকার মানুষের ধারণা stone এর তৈরি হার পরলে অর্থ বাড়ে। এর পর গেলাম চীনের বিখ্যাত 'Great wall of China' দেখতে। সাড়ে ছয় হাজার ফুট উঁচু পাহাড় জুড়ে এই 'Great Wall' ওঠা খুবই কঠিন। এত স্লিপারী যখন তখন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সিঁড়ি খুবই উঁচু। খানিকটা

Scanned by CamScanner

সিঁড়ি খানিকটা স্লোপিং। নামতে গেলে সাবধানে নামতে হবে। সারা পাহাড় জুড়ে এই ভয়ঙ্কর সিঁড়ি দূর থেকে দেখতে এত সুন্দর লাগছে, ভাবছিলাম যদি বয়সটা একটু কম হতো, তবে উড়ে এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে যেতাম। এর পর সিংসিয়াম হোটেলে লাঞ্চ সেরে, বাসে করে মিন টুপে এলাম। এখানে আছে মিন রাজার কবর স্থান। এরপর ২০০৮ এ অলিম্পিকে দেখানো হয়েছিল 'Golden Show'। (শো) দেখলাম অনবদ্য এই শো। ষষ্ঠ দিনে ৭টায় ব্রেকফাষ্ট সেরে 8.30 মি: তিয়েন এন স্কোয়ার রওনা, ৩ ঘণ্টা হাঁটা। দেখলাম 'National Musium', পার্লামেন্ট হাউস, মাওসেতুং এর সমাধি, চীনের সম্রাটের বিলাসবহুল ভবন। গভর্মেন্টের চাইনীজ সিল্কের ফ্যাক্টরী। চা এর Factory। সপ্তম দিনে ভোর ৫টায় তৈরী হয়ে ব্রেকফাষ্ট সেরে বাসে এলাম স্টেশনে। ১ ঘণ্টা পর বুলেট ট্রেনে উঠলাম 358 কিমি বেগে গাড়ি ছুটছে শব্দ নাই। যেন স্বপ্ন দেখছি। বেলা 1.30 মিনিটে সাং হাই নামলাম। গাইড রিচার্ড এলেন। প্রথম দেখলাম 'TV Towar' তার পর ষ্টীমারে করে 'হোয়াং লু' নদীর দুপাশের বিভিন্ন দৃশ্য, উঁচু বিল্ডিং, ব্যাংক দেখলাম। রাতের আলোয় ঝলমল করছে নদীর জল, বার বার USA এর কথা মনে পড়ছিল। শেষে বাসে করে হোটেলে Dinner করে rest। অষ্টম দিনে কেনাকাটা করে গেলাম oldest garden দেখতে। এটি তৈরী হয়েছিল ৪০০ বছর আগে। তারপর বাসে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর ডং হাই ব্রীজের ওপর দিয়ে গেলাম 35 কিমি স্যাংহাই পোর্টে। এটি পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম পোর্ট। সময় লেগেছিল ৫ ঘণ্টা। নবম দিনে ড্রাই ব্রেকফাষ্ট নিয়ে ম্যাগনেটিভ ট্রেনে এয়ারপোর্টে। এর নাম ন্যানসিং ন্যাসচ্যান। নামলাম কুই মীনে। ৭ বছর হল এই এয়ারপোর্টটি তৈরী হয়েছে। পরের দিন গেলাম stone forest এ 1000 মিলিয়ান বছর আগে ওখানে সমুদ্র ছিল। ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের পর প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। সমুদ্রের তল থেকে বিভিন্ন আকারের ছোট বড় পাহাড়ের সৃষ্টি হয়। কোনটা দেখলে মনে হবে হাতি, বা উট, বা সন্তানের মা, পাখী বা পরী ইত্যাদি। যারা সমস্ত দেশের মানুষকে আপ্যায়ন করার জন্য নীরবে বসে আছে। চারিদিকে শুধুই বিভিন্ন ফুলের সমারোহ। সে ফুল আমরা কোনদিনই দেখিনি। কি তার সৌন্দর্য্য। ওখান থেকে গেলাম ফুলের মার্কেট দেখতে। দেখে অবাক হয়েছি যেন স্বপ্ন দেখছি। দশম দিনে চীনকে পেছনে ফেলে রওনা হলাম কুইমীন এয়ারপোর্ট রাত ১২টায় প্লেন। কলকাতা এয়ারপোর্টে রাত ২টায় পৌছালাম। স্মৃতির মনিকোঠায় রইল আমার স্বপ্নের চীন ভ্রমণ। যা কোনদিনই ভোলার নয়।

Scanned by CamScanner

পিতা-মাতা এবং বয়স্ক নাগরিকগণের ভরণ-পোষণ এবং কল্যাণমূলক পশ্চিমবঙ্গ নিয়মাবলী, ২০০৮

(২০০৯ সালের ১২ জানুয়ারী থেকে কার্যকর হয়েছে)

বিজ্ঞপ্তি নং ৪৩৪৭-এস ডব্লিউ তারিখ ২৮শে নভেম্বর, ২০০৮

যেটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের নারী ও শিশুগণের উন্নয়ণ ও সমাজকল্যাণ দপ্তর কর্তৃক ১২ই জানুয়ারী, ২০০৯ কলকাতা গেডেটের বিশেষ সংখ্যার প্রথম অংশে প্রকাশিত ২০০৭ সালের (২০০৭ সালের ৫৬ নং আইন) পিতা-মাতা এবং বয়স্ক নাগরিকগণের ভরণ-পোষণ আইনের ৩২ নং ধারায় (১) ও (২) নং উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাজ্যপাল নিম্নোক্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন, যেমনঃ-

প্রথম অধ্যায়

প্রাথমিক

নিয়ম ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, এবং সূচনা ঃ

(১) পিতা-মাতা এবং বয়স্ক নাগরকগণের ভরণ-পোষণ ও কল্যাণমূলক ও ২০০৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ নিয়মাবলী রূপে পরিগণিত হবে।

(২) সরকারী গেজেটে প্রকাশনের তারিখ থেকে উক্ত নিয়মাবলী কার্যকরী হবে।

নিয়ম ২। সংজ্ঞা ঃ (১) ভিন্নতর কিছু প্রসঙ্গে না থাকলে এই নিয়মাবলীতে —

(ক) ''আইন'' অর্থে পিতা-মাতা ও বয়স্ক নাগরিকগণের ভরণ-পোষণ এবং কল্যাণমূলক আইন, ২০০৭ (২০০৭ সালের ৫৬ নং আইন);

(খ) ''আবেদন বা দরখাস্ত' অর্থে এই আইনের ৫ নং ধারার বিধানে দাখিলকরা আবেদন।

(গ) ''আবেদনকারী বা দরখাস্তকারী'' অর্থে পিতা-মাতা অথবা বয়স্ক নাগরিক কিংবা পিতা-মাতা কিংবা বয়স্ক নাগরিক স্থলবিশেষে, কোন সংস্থাকে ক্ষমতা প্রদত্ত করলে যিনি আবেদন দাখিল করেন;

(ঘ) 'আপোষ মীমাংসাকারী আধিকারিক' অর্থে এই আইনের ৬ নং ধারার (৬) নং উপধারানুযায়ী রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত আধকারিক;

(ঙ) ''প্রণালী'' অর্থে এই নিয়মাবলীর সাথে সংযুক্ত একটি নিদর্শ;

(চ) ''ভরণ পোষণ আধিকারিক'' অর্থে জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক অথবা যিনি জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিকের পদ-মর্যাদার কম নহে এরূপ কোন আধিকারিককে রাজ্য সরকার মনোনীত করেন।

Scanned by CamScanner

(ছ) "রাজ্য সরকার" অর্থে পশ্চিমঙ্গ সরকারের নারী এবং শিশু উন্নয়ন এবং সামাজিক কল্যাণ দপ্তর।

(২) শব্দাবলী এবং ব্যক্ত বা প্রকাশ বা ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ এই নিয়মাবলীতে সংজ্ঞায়িত হয় নাই কিন্তু আইনে সংজ্ঞায়িত আছে সেক্ষেত্রে যথাক্রমে আইনের অর্থই সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ভরণ-পোষণ ন্যায়পীঠ

নিয়ম ৩। ন্যায়পীঠের গঠন ঃ (১) মহকুমা আধিকারিক ন্যায়পীঠের বিচারক হবেন;

তবে উল্লেখ্য যে, মহকুমা আধিকারিকের অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্ব পালনকারী আধিকারিক ন্যায়পীঠের বিচারকের দায়িত্ব পালন করবেন।

নিয়ম ৪। ভরণ-পোষণের আবেদন ঃ (১) ৫ নং ধারা অনুযায়ী ন্যায়পীঠে ভরণ-পোষণের আবেদন 'ক' নং ফর্মে করতে হবে।

(২) পিতা-মাতা, বয়স্ক নাগরিক কিংবা তাঁদের পক্ষে নিয়োজিত প্রতিনিধির দ্বারা দাখিলী আবেদনে কোন কোর্ট ফী কিংবা কোন ফী বা অর্থ প্রদেয় হবে না।

নিয়ম ৫। আবেদনের নিবন্ধিকরণ ঃ (১) আবেদনটি প্রাপ্তির পর ন্যায়পীঠ তদুদ্দেশ্যে রক্ষিত রেজিস্টারে (বহিতে) সেটির নিবন্ধন করে তার ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

(২) ন্যায়পীঠ আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র 'খ' নং ফরমে তার ক্রমিক সংখ্যার ও শুনানীর ধার্য তারিখ উল্লেখ করবেন।

নিয়ম ৬। আবেদনের শুনানীর নোটিশ ঃ (১) ভরণ পোষণের আবেদন প্রাপ্তির পর ন্যায়পীঠ সেটির নিবন্ধন করে তার ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখসহ 'গ' নং ফরমে সীলমোহর ও দস্তখত সহ নোটিশটি পরোয়ানার সাথে সন্তানদের অথবা আত্মীয়দের উপর জারীর জন্য প্রেরণ করবেন।

(২) সেই পরোয়ানাটি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রাপ্তিস্বীকার পত্রসহ এবং ন্যায়পীঠে নিযুক্ত পরোয়ানাজারী কারকের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

(৩) উক্ত পরোয়ানা সন্তানদের কিংবা আত্মীয়দের সরাসরি প্রধান করে অথবা তাঁদের দ্বারা কোন ক্ষমতা প্রদত্ত ব্যক্তিকে প্রদানে জারী করতে হবে।

নিয়ম ৭। ন্যায়পীঠের ক্ষমতা এবং কার্যপ্রণালীঃ

(১) ন্যায়পীঠ অন্ততঃ মাসে একবার আবেদনের শুনানীর জন্য কিংবা ভরণ-পোষণের আদেশ প্রদানের জন্য অথবা সেই ন্যায়পীঠের প্রয়োজনেও কোন বিষয়ের জরুরী প্রয়োজনে ন্যায়পীঠের কার্যপরিচালনা করবেন;

(২) ন্যায়পীঠ সাধারণতঃ আদালতের কার্য সেই মহকুমার ভিন্ন ভিন্ন পীঠে কিংবা অন্য কোন স্থানে যা ন্যায়পীঠ স্থির করেন সেখানে অধিবেশন করবেন।

(৩) (ক) ন্যায়পীঠ প্রয়োজনবোধে, কোন বিষয় মধ্যস্থতাকারী আইধকারিকের নিকট প্রেরণ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে, প্রেরণের তারিখ থেকে একমাসের মধ্যে উক্ত আধিকারিককে তাঁর সিদ্ধান্ত পেশ করতে হবে।

Scanned by CamScanner

(খ) সেক্ষেত্রে, পক্ষগণের মধ্যে বিচার্য বিষয়টি আপোষে মিটমাট হয়ে থাকে এবং মধ্যস্থতাকারী আধিকারিকের সিদ্ধান্তে তার প্রতিফলন দেখা যায় সেক্ষেত্রে, ন্যায়পীঠ সেই প্রতিবেদনটি বিবেচনা করবেন এবং সে মর্মে তাঁর আদেশ প্রদান করবেন।

৪। ন্যায়পীঠ, ভরণ-পোষণের পরিমাণ নির্ণয়ের কারণে তাঁর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন কোন আধিকারিককে নিম্নোক্ত বিষয়াদির সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য নিয়োগ করতে পারবেন ঃ-

(ক) আবেদনকারীর দখলীয় কোন সম্পত্তি অথবা নিজের ভরণ-পোষণের কোন সঙ্গতি আছে কিনা;

(খ) আবেদনকারীর দখলে কোন মূল্যবান জিনিসপত্র, স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পত্তি আছে কিনা যার থেকে নিজ ভরণ-পোষণ হতে পারে কিনা;

(গ) আবেদনকারী কোন দিক থেকে যথেষ্ট আয়ের উৎস যেমন, মাসিক সুদ, ঘর ভাড়া, লাভ কিংবা অর্থের বিনিয়োগ, কারবারের লভ্যাংশ, ইত্যাদি;

(ঘ) আবেদনকারী তাঁর স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পত্তি বিনিয়োগ দ্বারা যথেষ্ট আয় করছেন কিনা;

(ঙ) আবেদনকারী খাইখালাসী বন্ধকদ্বারা সম্পূর্ণভাবে স্বনির্ভর হবার এরূপ কোন পন্থা গ্রহণ করেছেন কিনা;

(চ) আবেদনকারী কোন পারিবারিক অছি গঠন কিংবা তদ্রুপ কোন প্রতিষ্ঠান করেছেন কিনা যার থেকে তাঁর জীবনধারণের জন্য সহায়তা পান;

(ছ) আবেদনকারী কিছুকাল পূর্বে জীবনধারণের যে মান বজায় রেখেছিলেন কিংবা বর্তমানে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং জীবন-ধারণের অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি পান;

(জ) আবেদনকারী বিবাদী পক্ষের কারুর কাছ থেকে কোন ভরণ-পোষণ পাচ্ছেন অথবা অন্য কোন উৎস থেকে হয় কোন চুক্তিবলে কিংবা আদালতের কোন আদেশবলে কিছু পাচ্ছেন কিনা;

৫। তদন্তকারী আধিকারিক (১) নং উপধারায় উল্লেখিত বিষয়সমূহের অনুধাবন করে তাঁর প্রতিবেদনটি ন্যায়পীঠের নির্ধারিত সময়কালের মধ্যে ন্যায়পীঠে পেশ করেন।

৬। তদন্তকারী আধিকারিকের প্রতিবেদন;

(ক) তদন্তকারী আধিকারিকের প্রতিবেদন;

(খ) যাঁদের বিরুদ্ধে আবেদন দাখিল করা হয়েছে সেই সন্তানগণের কিংবা আত্মীয়গণের সংখ্যা;

(গ) সেই সন্তানগণের কিংবা আত্মীয়দের আয় এবং তাঁদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা;

(ঘ) সন্তানদের অথবা আত্মীয়দের অর্থনৈতিক পদমর্যাদা, সম্পদ কিংবা যে সম্পত্তির মালিক কিংবা দখলকার অথবা তাতে তাঁদের অংশ;

(ঙ) আবেদনকারী কি বর্তমানে তাঁর

Scanned by CamScanner

নিজের বসতবাটীতে বসবাস করছেন কিনা;

(চ) আবেদনকারীর বর্তমান চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা;

(ছ) আবেদনকারীর মালিকানাধীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির রক্ষার্থে কিরূপ যত্ন বা সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন;

(জ) সন্তানগণের কিংবা আত্মীয়দের আবেদনকারীর সম্পদ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার সম্ভাবনা।

৭। (ক) এই আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাদি এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ন্যায়পীঠ তাঁর অধিক্ষেত্রের মধ্যে যে এলাকায় আবেদনকারী বসবাস করেন তাঁর জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার্থে সেই এলাকার পুলিশ আধিকারিককে সে মর্মে নির্দেশ দিতে পারবেন।

(খ) সন্তানগণের কিংবা আত্মীয়গণের হাজির হওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায়পীঠ ১৯৭৩ সালের ফৌজদারী কার্যবিধির প্রথম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হবেন।

৮। ন্যায়পীঠ আবেদনের শুনানী চলাকালে উপযুক্ত মনে করলে যে কোন স্তরে শুনানী মুলতুবী রাখতে পারবেন এবং তজ্জন্য বিচারককে সেই মুলতুবি রাখার যথাযথ কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে; তবে উল্লেখ্য যে ভরণ-পোষণের আবেদনের শুনানীকালে মুলতুবী করার এরূপ কোন আবেদন স্বপক্ষে এরূপ যুক্তির অবতারণার প্রয়োজন যা পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষের আয়ত্তের বাইরে;

আরো উল্লেখ্য যে, তবে যে কোন পরিস্থিতিতে কোন কার্যক্রমের মুলতুবী অনধিক দু-বার হবে।

(৯) ভরণ-পোষণের আবেদনের শুনানী চলাকালে কিংবা সেই আবেদনের নিষ্পত্তিকালে যদি ন্যায়পীঠের ধারণা জন্মায় যে, পিতা-মাতার কিংবা বয়স্ক নাগরিকের বসবাসের কোন স্থান নেই কিংবা গৃহ থেকে বহিষ্কৃত সেক্ষেত্রে এই আইনের ১৯নং ধারানুসারে গঠিত বৃদ্ধাবাসে অথবা কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পরিচালিত বেসরকারী বৃদ্ধাবাসে সেই পিতা-মাতার কিংবা বয়স্ক নাগরিকের বসবাসের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

(১০)একতরফা শুনানী ছাড়া ভরণ-পোষণের কোন আবেদনের চূড়ান্ত আদেশ দানের পূর্বে সেই আবেদনের উভয়পক্ষকে ন্যায় বিচারের স্বার্থে যথাযথ শুনানীর সুযোগ প্রদান করতে হবে।

নিয়ম ৮। সন্তানদের কিংবা আত্মীয়গণের পক্ষভুক্তির পদ্ধতি ঃ (১) ভরণ-পোষণের কার্যক্রমে পক্ষভুক্ত সন্তানগণ আবেদনকারীর অন্য কোন সন্তান বা আত্মীয়কে পক্ষভুক্ত করার ক্ষেত্রে আবেদনটি ন্যায়পীঠের ধার্য করা কার্যক্রমের প্রথম শুনানীর দিনেই দাখিল করতে হবে।

(২) উক্ত পক্ষভুক্ত করার আবেদন পরবর্তীকালে গৃহীত হবে না যদি না আবেদনকারী যথাসময়ে দাখিল না করার স্বপক্ষে যথাযথ

Scanned by CamScanner

যুক্তি ও সঙ্গত কারণ দর্শাতে পারেন।

(৩) সন্তানদের কিংবা আত্মীয়কে পক্ষভুক্ত করার আবেদন প্রাপ্তির পর ন্যায়পীঠ তাঁদের বিচারকার্য ধার্য দিনে হাজির থাকতে ও তাঁদের নিজ নিজ জবাব দাখিল করার জন্য পরোয়ানা জারী করবেন।

তৃতীয় অধ্যায়
আপীল ন্যায়পীঠ

নিয়ম ৯। আপীল ন্যায়পীঠের গঠন ঃ (১) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আপীল ন্যায়পীঠের বিচারক হবেন।

(২) আপীল নিষ্পত্তির জন্য আপীল ন্যায়পীঠ অন্ততঃ মাসে একবার শুনানী করবেন।

নিয়ম ১০। আপীল সমূহ ঃ (১) এই আইনের ১৬ নং ধারার (১) নং উপধারার বিধানে আপীল তৎসহ যে আদেশের বিরুদ্ধে সেই আপীল সেই আদেশ 'গ' নং ফরমে আপীল ন্যায়পীঠে দায়ের করতে হবে।

(২) পিতা-মাতা, বয়স্ক নাগরিক অথবা তাঁদের পক্ষে নিয়োজিত প্রতিনিধি আপীলের আবেদন করার জন্য কোন কোর্ট ফী বা অন্য কোন ফী বা অন্য কোন অর্থ দেয় হবে না।

নিয়ম ১১। আপীলের নিবন্ধীকরণ ঃ (১) আপীল দাখিলের পর আপীল ন্যায়পীঠ তদুদ্দেশ্যে রক্ষিত রেজিস্টারে (বহিতে) আপীলটি নিবন্ধন করে তার ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

(২) আপীল ন্যায়পীঠ আপীলের প্রাপ্তি স্বীকার 'ঘ' নং ফরমে আপীলের ক্রমিক সংখ্যা ও শুনানীর তারিখ উল্লেখ প্রদান করবেন।

নিয়ম ১২। আপীল শুনানীর নোটিশ ঃ (১) আপীল দাখিলের পর আপীল ন্যায়পীঠ তার নিবন্ধন করে ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ 'ঙ' নং ফরমে সীলমোহর দস্তখত সহ নোটিশটি বিবাদীপক্ষের উপর জারীর জন্য প্রেরণ করবেন।

(২) সেই নোটিশ রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সহ এবং আপীল ন্যায়পীঠে নিযুক্ত পরোয়ানা জারী কারকের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

(৩) উক্ত নোটিশ সন্তানদের কিংবা আত্মীয়দের সরাসরি প্রদান করে কিংবা তাঁদের পক্ষে নিয়োজিত ব্যক্তিকে প্রদানে জারী করতে হবে।

(৪) নোটিশ জারীর ক্ষেত্রে ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ/অর্ডার নং ৫ যথারীতি প্রযোজ্য হবে।

নিয়ম ১৩। আপীল ন্যায়পীঠের ক্ষমতা এবং কার্যপ্রণালী ঃ আপীল ন্যায়পীঠ এই আইনের ১৬ নং ধারার বিধানানুসারে আপীলের নিষ্পত্তি করবেন।

চতুর্থ অধ্যায়
আপোষ মীমাকারী আধিকারিকের নিয়োগ এবং আপোষ মীমাংসার নিয়মাবলী

নিয়ম ১৪। আপোষ মীমাংসাকারী আধিকারিক ঃ (১) পিতা-মাতা কিংবা বয়স্ক নাগরিকের সাথে সন্তানদের অথবা আত্মীয়দের মধ্যে আপোষ মীমাংসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার বিভিন্ন জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের সাথে আলোচনা দ্বারা প্রতিটি জেলার অধীন প্রতিটি মহকুমার জন্য আপোশ মীমাংসাকারী আধিকারিক মনোনয়ন করবেন ঃ

Scanned by CamScanner

তবে উল্লেখ্য যে, রাজ্য সরকার কলকাতার ক্ষেত্রে আপোষ মীমাংসার উদ্দেশ্যে একাধিক আপোয মীমাংসাকারী আধিকারিক মনোনয়নের জন্য আপীল ন্যায়পীঠের অধিকর্তার সাথে আলোচনা করবেন।

(২) আপোষ মীমাকারী আধিকারিক কোন বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি কিংবা এমন কোন নামী সমাজসেবক যাঁর সমাজসেবায় এবং বিশেষ করে এরূপ উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে।

(৩) রাজ্য সরকার প্রতি জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের সাথে আলোচনা করে তাঁদের নিজ নিজ জেলার প্রতিটি মহকুমার জন্য আপোশ মীমাংসাকারী আধিকারিকদের প্রত্যেকের নাম ও ঠিকানাসহ একটি তালিকা প্রস্তুত করতে পারেন ঃ-

তবে, উল্লেখ্য যে, কলকাতা জেলার ক্ষেত্রে, রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট জেলার আপীল ন্যায়পীঠের অধিকর্তার সাথে আলোচনা করে আপোষ মীমাংসাকারী আধিকারীকদের প্রত্যেকের নাম ও ঠিকানাসহ একটি তালিকা প্রস্তুত করতে পারেন।

নিয়ম ১৫। আপোষ মীমাংসাকারী আধিকারিকের কর্তব্যাদি ঃ (১) আপোষ মীমাংসাকারী আধিকারিক এই আইনের ৫ নং ধারানুসারে ন্যায়পীঠের আদেশপ্রাপ্তির পর তদনুযায়ী তাঁর প্রতিবেদন দাখিল কিংবা পক্ষগণের মধ্যে আপোষ মীমাংসার দায়িত্ব সম্পাদনে তাঁর মতামত, আদেশপ্রাপ্তির তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে পেশ করতে হবে।

(২) আপোষ মীমাংসার আলোচনাকালে, সেক্ষেত্রে, পক্ষগণের মধ্যে আপোষে সিদ্ধান্ত হয় যে ভরণ-পোষণ দেওয়া, দেখাশুনা করা বা নিরাপত্তা বিধান করা হবে, সেক্ষেত্রে আপোষ মীমাংসাকারী আধিকারিক সে মর্মে ন্যায়পীঠে তাঁর প্রতিবেদন পেশ করবেন।

(৩) আপোষ মীমাংসাকারী আধিকারিক উভয় পক্ষের গৃহে যেতে পারেন অথবা কার্যক্রমের পক্ষগণকে ন্যায়পীঠের কার্যালয়ে আপোষ মীমাংসার জন্য ডাকতে পারেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ভরণ-পোষণের অর্থের পরিমাণ

নিয়ম ১৬। ভরণ-পোষণের সর্বাধিক ভাতার পরিমাণ ঃ ৯ নং ধারার (২) নং উপধারানুযায়ী ন্যায়পীঠ মাসিক ভরণ-পোষণের ভাতা সর্বাধিক দশ হাজার টাকা প্রধানের আদেশ প্রদান করতে পারবেন।

নিয়ম ১৭। ভরণ-পোষণের অর্থের জমাকরণঃ (১) ন্যায়পীঠ আবেদনকারীকে তাঁর সন্তানদের অথবা আত্মীয়কে ভরণ-পোষণ প্রদানের আদেশ প্রদানকালে নিম্নোক্ত নির্দেশাদি দিতে পারেন ঃ-

(ক) ভরণ-পোষণের দেয় অর্থ সরাসরি আবেদনকারীর হাতে দিয়ে সেই অর্থ প্রাপ্তির রসিদ তাঁর কাছ থেকে নিয়ে; অথবা

(খ) আবেদনকারীর নির্ধারিত কোন রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কে কিংবা ডাকঘরে অথবা তাঁর পছন্দমত ব্যাঙ্কের একাউন্টে জমা দিয়ে;

Scanned by CamScanner

(২) ন্যায়পীঠের নির্দেশমত প্রতিমাসের ভরণ-পোষণের অর্থ সন্তানগণ কিংবা আত্মীয়কে প্রতিমাসে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সরাসরি প্রদান করতে কিংবা জমা দিতে হবে।

(৩) ন্যায়পীঠের প্রদত্ত আদেশ কিংবা নির্দেশ যথারীতি বহাল থাকবে যদি না তা ন্যায়পীঠে কিংবা আপীল ন্যায়পীঠ পরিবর্তন, রূপান্তর কিংবা নাকচ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৃদ্ধাবাস এবং তার পরিচালনের প্রকলন

নিয়ম ১৮। বৃদ্ধাশ্রম ঃ (১) রাজ্য সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন যাতে করে শুরু থেকে অন্ততঃ প্রতি জেলার জন্য একটি করে বৃদ্ধাশ্রম সুগম্য স্থানে স্থাপন করা এবং তার পরিচালনা করা যায় এবং প্রতিটি বৃদ্ধাশ্রমে কমপক্ষে একশত পঞ্চাশ সহায়-সম্বলহীন বয়স্ক নাগরিকদের আবাসস্থল হয়।

(২) ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতা প্রদানকারী মন্ত্রণালয়ের কাছে রাজ্য সরকার যাতে করে ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় ক্ষমতা প্রদানকারী মন্ত্রণালয়ের গৃহীত প্রকল্পসমূহের রূপায়নের দ্বারা সহায়-সম্বলহীন বয়স্ক নাগরিকগণের পালন ও সুরক্ষা প্রদান করা যায়, তদুদ্দেশ্যে সেই প্রকল্পের অধীনে বিখ্যাত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি যাতে করে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় বৃদ্ধাবাস স্থাপনে অগ্রণী হন সে মর্মে তাঁদের পক্ষে সুপারিশ করতে পারেন।

(৩) (২) নং উপধারা অনুযায়ী স্থাপিত বৃদ্ধাবাস সমূহের উপদেষ্টা এবং তত্ত্বাবধায়ক সেই সেই জেলার ভরণ-পোষণ আধিকারিক হবেন।

(৪) রাজ্য সরকার সময়ে সময়ে সেই সমস্ত বৃদ্ধাবাসের পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত পন্থায় নির্দেশ দিতে পারবেন ঃ-

(ক) সহায়-সম্বলহীন বয়স্ক নাগরিকদের মধ্যে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আবাসস্থল;

(খ) প্রত্যেক বৃদ্ধাবাসে সহায়-সম্বলহীন বয়স্ক নাগরিকগণের জন্য ব্যাপক রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষা কেন্দ্র থাকার।

নিয়ম ১৯। বৃদ্ধাশ্রম সমূহের গঠন বৈশিষ্ট্য ঃ প্রতিটি বৃদ্ধাবাসে বয়স্ক নাগরিকগণের এবং সহায়-সম্বলহীন পিতা-মাতার জন্য নিম্নোক্ত সুযোগ-সুবিধাদি থাকবে, যেমন—

(ক) **বাসস্থান** ঃ যতদূর সম্ভব কমপক্ষে বাসস্থানের মান নিম্নোক্ত হতে হবে ঃ-

(১) **বহু শয্যা বিশিষ্ট শয়নাগার** - প্রত্যেক বয়স্ক নাগরিকদের ক্ষেত্রে চল্লিশ বর্গফিট পরিমাপ;

(২) **প্রার্থনা স্থল** - বসার জন্য যথেষ্ট স্থান;

(৩) **আমোদ প্রমোদের স্থল** - দূরদর্শন (টি.ভি.) দেখার, খবরের কাগজ পড়ার, বই পড়ার ইত্যাদির যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা;

(৪) **খাবার জায়গা** - যাতে করে অন্ততঃ ৪০ জন একসাথে খেতে পারেন সেই পরিমাণ জায়গা;

তবে উল্লেখ্য যে, বহু শয্যাবিশিষ্ট শয়নাগার

Scanned by CamScanner

সমূহ, প্রার্থনা স্থল, আমোদ-প্রমোদের স্থল এবং খাবার জায়গা গুলিতে যথেষ্ট পরিমাণ আলো-হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা তৎসহ বৈদ্যুতিক সংযোগের ব্যবস্থা ও সুযোগ-সুবিধাদি থাকতে হবে;

(খ) **চিকিৎসার ব্যবস্থা** ঃ প্রত্যেক বৃদ্ধাবাসে নিম্নোক্ত বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রেখে উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধাদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে ঃ-

(১) নিয়মিত চিকিৎসার সুবিধা প্রাপ্তি;

(২) প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সিলিণ্ডারের ব্যবস্থা এবং চিকিৎসার অন্যান্য সরঞ্জামের ব্যবস্থা;

(৩) এরূপ কোন ব্যবস্থাদি রাখা যাতে জটিল রোগের ক্ষেত্রে কোন নাগরিকদের জন্য নির্দিষ্ট কোন হাসপাতালে কিংবা চিকিৎসা কেন্দ্র স্থানান্তরিত করা যায়;

(৪) মাসে অন্ততঃ একবার নিয়ম-মাফিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়;

(৫) মাসিক নিয়ম-মাফিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার ভিত্তিতে বয়স্ক নাগরিকদের প্রত্যেকের জন্য স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় নথিপত্র রাখা;

(৬) অসুস্থ বয়স্ক নাগরিককে সদা-সর্বদা চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে রাখা;

(৭) প্রতিটি বৃদ্ধাবাসের সাথে স্থানীয় চিকিৎসকগণের এবং হাসপাতালের সাথে স্থানান্তকরণের ক্ষেত্রে যোগাযোগের সম্পর্ক রাখা;

(৮) মনস্তাত্ত্বিক ও মানসিক রোগের জন্য পরামর্শদানের ব্যবস্থাদি ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় যত্নের ব্যবস্থা রাখা।

(গ) **আমোদ-প্রমোদের সুযোগ সুবিধা** ঃ বৃদ্ধাবাসে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় আবাসিকদের ধর্মীয় উপাসনার যথাযথ ব্যবস্থা, দূরদর্শন অবলোকনের ব্যবস্থা, যথেষ্ট সংখ্যক পুস্তকাদি সহ পাঠাগার, সংবাদপত্রাদি ইত্যাদি।

(ঘ) **স্বাস্থ্যকর এবং স্বাস্থ্যসম্মত** ঃ প্রত্যেক আবাসে নিম্নোক্ত সুবিধাদি থাকতে হবে, যেমন -

(১) যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা;

(২) স্নান করার ও কাপড়-চোপড় ধোওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জলের ব্যবস্থা ঃ

(৩) জল নিকাশীর উপযুক্ত ব্যবস্থা;

(৪) নোংরা আবর্জনাদির পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা।

(৫) যথেষ্ট সংখ্যক স্নানাগার ও মল-মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা;

(৬) জামা কাপড় ও বিছানা পত্রাদি রৌদ্রে দেওয়ার ব্যবস্থা;

(৭) মশা, মাছি, পোকামাকড় ইত্যাদি থেকে সুরক্ষা।

(ঙ) **আহারের মান** ঃ যাতে করে আবাসের আবাসিকগণ স্বাস্থ্য-সম্মত পুষ্টিকর সুষম খাদ্য পান তার জন্য পুষ্টি সাধন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করে সেই মত খাদ্যের মানের একটি তালিকা

Scanned by CamScanner

প্রস্তুত করে বৃদ্ধাবাসের দ্বারা, সেই মত খাদ্য পরিবেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। ছুটির দিনে, উৎসবের সময় আবাসিকদের বিশেষ খাদ্য পরিবেশন এবং অসুস্থদের যেরূপ প্রয়োজন সেই মত খাদ্য পরিবেশন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

(চ) **পরিধেয় বস্ত্রাদি, বিছানাপত্র এবং অন্যান্য বস্তু সরবরাহ করা :** রাজ্য সরকার সময়ে সময়ে যে মান নির্ণয় করেন সেইমত প্রত্যেক বয়স্ক নাগরিককে পরিধেয় বস্ত্রাদি এবং বিছানাপত্র অর্থাৎ বিছানার চাদর, কম্বল, বালিশ, চপ্পল কিংবা জুতো, প্রয়োজনীয় বাসনপত্র, দাঁত মাজার পাউডার, সাবান, তেল, চিরুনি সরবরাহ করা :

তবে, উল্লেখ্য যে, আবাসের বাসিন্দাদের যতদূর সম্ভব নিজ নিজ পছন্দানুযায়ী বস্ত্রাদি ব্যবহারের অধিকার থাকবে।

নিয়ম ২০। এই আইনের বিধানাদি কার্যকরী করার যে কর্তৃপক্ষের উপর দায়ভার অর্পিত হবে : (১) যাতে করে এই আইনের বিধানাদি যথাযথ কার্যকরী করা যায়। সে কারণে রাজ্য সরকার যেরূপ উপযুক্ত বোধ করেন সে মর্মে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর দায়িত্বভার অর্পণের আদেশ প্রদান করতে পারেন।

(২) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর অধীনস্থ কোন আধিকারিককে তাঁর উপর বর্তানো উপরোক্ত সমস্ত ক্ষমতা বা কোন কর্তব্য সম্পাদনের দায়ভার অর্পণ করতে পারেন যাতে তিনি তাঁর স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে কর্তব্যাদি পালন করতে পারেন।

(৩) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সময়ে সময়ে তাঁর কাছে চেয়ে পাঠানো বিষয়ের প্রতিবেদন রাজ্যস্তরের উপদেষ্টা কমিটিকে এবং রাজ্য সরকারকে পাঠাতে পারেন।

সপ্তম অধ্যায়

বয়স্ক নাগরিকগণের জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষায় ব্যাপক কার্যসূচীর রূপায়ণ প্রকল্প

নিয়ম ২১। রাজ্যস্তরের উপদেষ্টা কমিটি : (১) রাজ্য সরকার নারী ও শিশুর উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সদস্যদের যেমন স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ, স্বরাষ্ট্র, আইন, বিচার, নারী এবং শিশুর উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ, পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন, পৌর সম্পর্কীয়, অর্থ এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিখ্যাত সদস্যদের সহযোগে রাজ্যস্তরের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের উপদেষ্টা কমিটি গঠন করতে পারেন।

(২) (১) নং উপধারা অনুসারে গঠিত রাজ্যস্তরের কমিটি কিছুকাল অন্তর যে সময়কাল কমপক্ষে ছয় মাস অন্তর কর্মসূচীর রূপায়ন প্রকল্পের অগ্রগতির পর্যালোচনার জন্য মিলিত হবেন।

(৩) রাজ্যস্তরের কমিটি বিভিন্ন জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছ থেকে এই আইনের বিভিন্ন বিধানাদি রূপায়ণের সম্বন্ধে প্রতিবেদন চাইতে পারবেন, বিশেষত : বৃদ্ধাশ্রমগুলির পরিচালনার প্রতিবেদন, ভরণপোষণের দাবী সংক্রান্ত আবেদনের নিষ্পত্তির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ব্লক স্তরে,

Scanned by CamScanner

মহকুমা স্তরে এবং জেলা স্তরে সচেতনতা সম্বন্ধে প্রচারের বিষয়ে।

নিয়ম ২২। সচেতনতার অনুষ্ঠানলিপি ঃ (১) ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য রাজ্য সরকার সর্বপ্রকার সচেষ্ট হবেন যাতে করে সচেতনতা আনার প্রচার, কিছুকাল অন্তর উদ্বুদ্ধ করার কর্মসূচী গ্রহণ এবং তৎসম্বন্ধে রাজ্যসরকারী আধিকারিকগণের তৎসহ পুলিশ আধিকারিক এবং বিচার বিভাগীয় বিচারকদের মধ্যে সচেতনতার সম্বন্ধে আইনের বিবেচ্য বিষয়াদির শিক্ষণমূলক কর্মশালার ব্যবস্থা করা।

(২) রাজ্য সরকার সর্বপ্রকার সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের, স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থার, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের, বিদ্যালয়ে এবং কলেজের সহায়তা গ্রহণ করতে পারবেন।

(৩) রাজ্য সরকার সর্বপ্রকার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন যাতে কারে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় সমূহ যাঁরা পরিষেবা প্রদান করছেন তাঁদের সাথে কিংবা যে সমস্ত দপ্তর আইন বিষয়ের দায়িত্বে আছে, স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মধ্যে যথার্থ সমন্বয় ঘটিয়ে।

নিয়ম ২৩। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সহায়তা ঃ- যাতে করে বয়স্ক নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষা করা যায় তদুদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং প্রয়োজনে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিম্নোক্ত বিষয়ে সহায়তা গ্রহণ করতে পারেন ঃ-

(ক) যাতে করে সর্বোচ্চ সংখ্যক নিঃস্ব, বয়স্ক নাগরিকগণ ও সহায়-সম্বলহীন পিতা-মাতা যাঁরা নিজ নিজ আশ্রয়ে বসবাস করেন অথচ বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তার সুযোগ নাই;

(খ) এই আইনের ২০ নং ধারার বিধানে পিতা-মাতার ও বয়স্ক নাগরিকগণের চিকিৎসার সহায়তা নিশ্চিত করা এবং গ্রামীণ এবং নির্জন স্থানে ও অগম্য স্থানে বসবাসকারী বৃদ্ধ ব্যক্তিদের ভ্রাম্যমান চিকিৎসা পদ্ধতির দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা;

(গ) বয়স্ক নাগরিকগণের জীবন ও সম্পত্তির রক্ষার বিষয়ে স্থানীয় থানায় তাঁদের অভিযোগ গুলির অগ্রাধিকার দেওয়া;

(ঘ) বয়স্ক নাগরক্দের জন্য সহয়াতা মূলক কেন্দ্র কিংবা পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন।

অষ্টম অধ্যায়

বিবিধ

নিয়ম ২৪। অর্থ বা ব্যাখা ঃ এই নিয়মাবলীর প্রকৃত অর্থ উদঘাটনে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সেই বিষয়টি রাজ্য সরকারের কাছে পাঠাতে হবে এবং তদ্বিষয়ে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত গণ্য হবে।

নিয়ম ২৫। শিথিলকরণ ঃ এরূপ মনে করা যাবে না যে, এই নিয়মাবলী দ্বারা রাজ্য সরকারের এই নিয়মাবলীর কোন বিধানের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করার কিংবা যথাযথভাবে প্রয়োগের শিথিলতা করার ক্ষমতা প্রয়োজনীয় শর্তাদি সাপেক্ষে শঙ্কুচিত করা বা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

Scanned by CamScanner

সংবাদ প্রবাহ

পিতা-মাতা এবং বয়স্ক নাগরিকগণের ভরণ-পোষণ এবং কল্যাণমূলক (অ্যামেন্ডমেন্ড) বিল, ২০১৯ গত ১১ ডিসেম্বর, লোকসভায় পেশ হয়েছে। এই বিলের প্রধান বিষয়সমূহ -

১) ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে ১০,০০০ টাকার উর্দ্ধসীমা তুলে দেওয়া।

২) ভরণ-পোষণের জন্য দায়ী ব্যক্তি, তার আওতায় থাকা পিতা-মাতা / প্রবীণ ব্যক্তিকে হেনস্থা করলে ছয় মাস জেল / ১০ হাজার টাকা জরিমানা বা দুটো শাস্তিই হতে পারে।

৩) বৃদ্ধাবাসগুলিকে আবশ্যিকভাবে সরকারী দপ্তরে নিবন্ধীকরণ করতে হবে।

এই বিষয়ে ১২ ডিসেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি এখানে দেওয়া হল।

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর: বয়স্ক বাবা-মায়ের দেখাশোনা না করলে কিংবা তাঁদের হেনস্থা করলেই ছয় মাসের জেল। সঙ্গে গুণতে হতে পারে জরিমানার টাকাও। লোকসভায় আজ এই সংক্রান্ত বিল পেশ হয়েছে। বয়স্ক নাগরিকদের হেনস্থা ঠেকাতে কড়া মনোভাব নেওয়া হয়েছে বিলে।

কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় মন্ত্রকের মন্ত্রী থেবরচন্দ গহলৌত 'দ্য মেনটেন্যান্স অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অব পেমেন্টস অ্যান্ড সিনিয়র সিটিজেন্স (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৯' লোকসভায় পেশ করেছেন। এতে বলা হয়েছে, যদি কোনও ব্যক্তি তাঁর ভরণপোষণের আওতায় থাকা বাবা-মাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে হেনস্থা করেন অথবা তাঁদের ত্যাগ করেন, সে ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির সর্বোচ্চ ছয় মাস জেল কিংবা ১০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা দু'টো শাস্তিই হতে পারে। 'হেনস্থা' শারীরিক, মৌখিক, আবেগ ও অর্থনৈতিক ভাবে হতে পারে। মা-বাবার দেখাশোনা না করলে বা তাঁদের ত্যাগ করলে তা হেনস্থা হিসেবে গ্রাহ্য হবে। শারীরিক নিগ্রহ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন অপরাধের আওতায় থাকছে।

'সন্তান' হিসেবে বোঝানো হয়েছে, ছেলে-মেয়ে, পালিত বা সৎ সন্তান, ছেলের স্ত্রী, মেয়ের স্বামী, নাতি-নাতনিকেও। 'বাবা-মা' হিসেবে বোঝানো হয়েছে নিজের বাবা-মা, সৎ বাবা-মা, শ্বশুর, শাশুড়িকে। বয়স্ক নাগরিকদের অভিযোগের ফয়সালা করতে ট্রাইবুনাল গড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আশি বছরের বেশি বয়সিদের অভিযোগের নিষ্পত্তি ৬০ দিনের মধ্যে করতে হবে। তবে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে ট্রাইবুনাল এই সময়সীমা ৩০ দিন পর্যন্ত বাড়াতে পারে। এর থেকে কম বয়সি 'বাবা-মায়ের' অভিযোগ ও দাবিদাওয়ার সমাধান করতে ৯০ দিন সময় দেওয়া হবে ট্রাইবুনালকে। বিলে বলা হয়েছে, বাবা-মায়ের সঙ্গে সন্তানদের এমন আচরণ করতে হবে যাতে তাঁরা সম্মানের জীবনযাপন করতে পারেন। এ ছাড়া, সন্তানহীন বয়স্ক নাগরিকদের দেখার দায়িত্ব আত্মীয়স্বজনের। মৃত্যুর পরে তাঁদের সম্পত্তির অধিকার পেতে পারবেন আত্মীয়েরা।

বয়স্কদের অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখতে প্রতিটি থানায় এক জন পুলিশ অফিসার থাকবেন, পদমর্যাদায় যিনি এএসআইয়ের থেকে কম নন। তিনি বাবা-মায়েদের অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবেন। একই ভাবে দেশের প্রতিটি জেলায় পুলিশের বিশেষ ইউনিট গঠন করা হবে, তারা বয়স্ক নাগরিকদের স্বার্থে কাজ করবেন। কমপক্ষে ডিএসপি পদমর্যাদার কোনও অফিসার এর দায়িত্বে থাকবেন।

বয়স্ক নাগরিকদের জন্য সব সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত শয্যা রাখার ব্যবস্থা করার কথা রয়েছে। বয়স্কদের যে কোনও রকমের বিপদ থেকে বাঁচাতে একটি হেল্পলাইন নম্বর রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের বিল আনার কারণ দেখিয়ে বলা হয়েছে, যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। বেড়ে চলেছে বাবা-মা ও বয়স্কদের প্রতি অবহেলা ও অপরাধের সংখ্যা। তবে শুধু খাওয়া, পরা, বাসস্থান কিংবা স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়াই নয়, বিলে বয়স্কদের দেখাশোনার সংজ্ঞায় তাঁদের নিরাপত্তার দিকটিকেও রাখা হয়েছে।

Scanned by CamScanner

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ব্যবস্থাপনায় বয়স্কদের জন্য পেনশন

তথ্য সংগ্রহে— ইন্দুশেখর চ্যাটার্জ্জী

Different pension scheme as social assistance for different group of people in West Bengal

Name of the Department	Name of the Scheme	Eligibility Criteria	Pension Amount per month	Where to contact
Department of Women and Child Development & Social Welfare, Govt of West Bengal	Old Age Pension	a. The person has attained the age of sixty years and is a resident of the State. Provided that in case of physically and mentally handicapped person, the age limit shall be fifty five years; b. The person has no relation who can maintain him/her; c. The income of the person does not exceed Rs. 1000.00 (rupees one thousand) per month; d. The person applying for Old Age Pension is not a recipient of any other Government pension; and the person has been residing in the State for not less that ten years on the date of making the application	@ Rs 1000/-	(a) Office of the Block Development Officer or the Executive Officer of the concerned Panchayat Samity in case of the applicant resides in the rural areas under the said Panchayat Samity; (b) Office of the Sub-Divisional Officer in case of the applicant resides in Municipal Areas (c) Office of the Controller of Vagrancy, West Bengal situated at Purta Bhawan, Bidhan Nagar, Kolkata 700091, in case of the applicant resides
	Widow Pension	This scheme shall apply to widow girl/woman, if the widow girl/woman satisfies the following conditions:- a) She is a citizen of India and resident of the state namely West Bengal. b) Her family income, if any, does not exceed Rs. 1000 /- (Rs. One thousand only) per month. c) She is not being maintained by anyone	@ Rs 1000/-	

Scanned by CamScanner

Name of the Department	Name of the Scheme	Eligibility Criteria	Pension Amount per month	Where to contact
		of her relations. d) She has been a resident of the state namely West Bengal for not less than ten years on the date of making application for Widow Pension		within the areas under Kolkata Municipal Corporation.
	'Manabik' (Disability) Pension	The beneficiary should be an Indian citizen and the resident of West Bengal for a minimum of 10 years. The person is eligible if the disability percentage is 50% or more. The income ceiling of the family not more than one Lakh per annum. Disabled person who is a recipient of any financial assistance under the State/ Central Government schemes is not eligible. Note: The person included in the esisting disability Pension Scheme, 2010 will be terminated and will be brought under the 'Manabik' scheme.	@ Rs 1000/-	
Department of Panchayet and Rural Development, Govt of West Bengal	Social Security Scheme –	Age of the applicant (male or female) is 65 years of more, The applicant is a destitute in the sense of having little or no regular means of subsistence from his / her own sources of income or through financial support from the family members or other sources.	@ Rs 400/-	Respective Gram Panchayat office of the area / Respective Urban Local Body of the area.

Scanned by CamScanner

Name of the Department	Name of the Scheme	Eligibility Criteria	Pension Amount per month	Where to contact
Department of Information and Culture, Govt of West Bengal	Lokprasar Prakalpa for folk artists	Folk artists above 60 years	@ Rs 1000/-	Applicants from district may contact with concerned DICO/ SDICO and for Kolkata may contact with Secretary, Folk and Tribal Cultural centre.
Department of Micro, Small & Medium Enterprises and Textile, Govt of West Bengal	Old Age Artisan pension	Old Age Artisan 60 years and above.	@ Rs 750/-	At District Industries Centre (DIC) Office
Department of Fisheries	Old Age Pension to Old and Infirm fishermen under the West Bengal Inland Fisheries' Act 1984 amended in 1993 and 1997	Old amd infirm fishermen of Age 60 years and above	@ Rs 1000/-	Block Fisheries Extension Officer (FEO) at Block level • ADF (Marine) at district level

Scanned by CamScanner

Name of the Department	Name of the Scheme	Eligibility Criteria	Pension Amount per month	Where to contact
Department of Agriculture	Farmers Pension	Farmers above the age of 60 years	@ Rs 1000/-	Deputy Director / Asstt Director Agriculture in District / Block
Backward Classes Welfare Department	Tribal Old Age Pension	60 years and above belonging to BPL family of tribal communities.	@ Rs 1000/-	BDO Office of rural areas / PO cum-DWO of districts
Department of Labour, Government of West Bengal	West Bengal Transport Workers Social Security Scheme (WBTWSSS)	Driver/conductor/helper/of Trucks, Bus, Van, Auto Rickshaw, Tempo and other staff related to public transport and their dependent family members (son up to age 21 yrs)	@ Rs 750/-	Labour Welfare Facilitation Centre at Block Level and Municipality Area. In Kolkata transport worker has to contact the Labour Commissioner Office at 6th Church Lane, Kolkata
	Social Security Scheme for Construction Workers (Building, roads, tram-line, airport water supply, oil and gas, pipeline etc)	The construction Workers of age group 18-60 years. The construction worker has worked in any of the construction work for at least ninety days in the preceding year. • The construction workers must be registered under West Bengal Building & Other Construction Workers Welfare Board.	@ Rs 750/-	Minimum Wages Inspector of the respective block or municipal LWFC or RLO of concerned Sub-Division.

Scanned by CamScanner

বিজ্ঞাপন

প্রবীণরা মর্য্যাদার সঙ্গে বাঁচতে চায়

অশোক রঞ্জন ধর
রমাপ্রসন্ন দত্ত
মনোজ দে
সুপ্রকাশ বসু

Scanned by CamScanner